বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

আইইবি'র ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি,
আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মহোদয়গণ,
জাতীয় সংসদের মাননীয় প্রকৌশলী সাংসদগণ,
বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রধানগণ,
আইইবি নির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
উপস্থিত প্রিয় প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা,
আস্‌সালামু আলাইকুম,

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার (এস এন্ড ডব্লিউ) কমিটির ২০২২ সালের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করার প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যার নেতৃত্বে এ দেশমাতৃকা স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহীদদের। সেই সাথে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে। যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। একই সাথে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬২'র কুখ্যাত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ৬৬'র বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণ আন্দোলন, ৯০'র গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলনসহ বিভিন্ন স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছেন, তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সেই সকল প্রকৌশলীদের- যাঁরা ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার পর আমাদের মাঝ থেকে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সে সকল প্রকৌশলীদেরকে, যাঁদের অবদান, অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিষ্ঠায় প্রকৌশলীদের চাকুরীগত ও সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসুন আমরা সবাই মিলে সে সকল প্রকৌশলীদের প্রতি আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

আমি আরও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মরহুম প্রকৌশলী এম.এ. জব্বার সহ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এযাবৎ যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি।

বৈশ্বিক অতিমারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) কালীন এবং পরবর্তী সময়ে আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী, আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইনচার্জ ড. প্রকৌশলী এম. এ. কে. আজাদ, পিইঞ্জ., আইইবি'র প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ড. প্রকৌশলী মো. আবুল কাশেম, আইইবি'র প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. রুহুল মতিন, আইইবি'র প্রাক্তন সম্মানী সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মিজানুল হক, আইইবি'র বিএইটিই'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এ.এম.এম. সফিউল্লাহ, আইইবি যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ, আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ. ও আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ, আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ. কে. এম. রেজাউল করিম, পিইঞ্জ., আইইবি দিনাজপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, আইইবি রংপুর কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, ইএসসিবি'র ডীন প্রকৌশলী এ. আর. এম. আনোয়ার হোসেন সহ আরও অনেক প্রকৌশলী ভাই-বোন মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। এছাড়াও যারা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

সম্মানিত প্রকৌশলীবৃন্দ,
সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার (এস এন্ড ডব্লিউ) কমিটির ২০২২ সালের কার্যক্রমের প্রতিবেদন আপনাদের সদয় অবগতি এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

১.০.০ এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির সভা ঃ

আইইবি'র গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনাল সার্ভিসেস এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটি (ইপিএসএসডব্লিউসি) এর নাম পরিবর্তন করে সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (এস এন্ড ডব্লিউসি) রাখা হয়েছে। গত সাধারণ সভার পর হতে এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির ০৫টি সভা (২৫৭ থেকে ২৬১তম) অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভার সবগুলিই আইইবি'র সদর দফতরস্থ কাউন্সিল হলে স্ব-শরীরে এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সকল সভায় প্রকৌশল সংস্থাসমূহের ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রকৌশলীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যাবলীর কথা উক্ত সভাগুলোতে উপস্থাপন করেছেন। আইইবি নেতৃবৃন্দ উক্ত সমস্যাগুলি সমাধানে আইইবি'র সম্ভাব্য করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। সভাসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১.১.১ এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির **২৫৭তম (২০২০-২০২২ মেয়াদের ৮ম) বর্ধিত সভা গত** ০৮ **মার্চ, ২০২২ খ্রি., মঙ্গলবার বিকাল ০৫:০০ টায়** আইইবি সদর দফতরস্থ শহীদ প্রকৌশলী ভবনের কাউন্সিল হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র চেয়ারম্যান এবং আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) **প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, এফ-৭৭৫৫** এবং সভা পরিচালনা করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র সদস্য-সচিব এবং আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক **প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., এফ-৫৩৩৩**। সভায় বিভিন্ন প্রকৌশলী সমিতির **৭৯** জন প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন এবং **৩০** জন প্রকৌশলী বক্তব্য প্রদান করেন।

ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ-এর প্রতিবাদে আইইবি'র মানববন্ধন কর্মসূচী পরবর্তী পর্যালোচনা-এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আইইবি'র ২০২০-২০২২ মেয়াদের এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির ৮ম সভায় সভাপতি মহোদয় বলেন, আইইবি'র এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির কার্যক্রমের সুবিধার্থে যে সকল প্রকৌশল সংস্থা/অধিদপ্তরের প্রকৌশল এসোসিয়েশনগুলো দীর্ঘদিন পুনর্গঠিত হয়নি সে সকল প্রকৌশল সংস্থা/অধিদপ্তরের প্রকৌশল এসোসিয়েশনগুলোর সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত কমিটির প্রতিনিধিদের এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়াও নবগঠিত অনেক প্রকৌশল সংস্থাকে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

সভায় বলা হয় জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩-এর আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে দেশের প্রকৌশলীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০ টা থেকে ১১:০০ টা পর্যন্ত আইইবি সদর দফতরের সামনে বৃহৎ পরিসরে, সারাদেশের প্রতিটি জেলায় এবং আইইবি'র ১৮ টি কেন্দ্র ও ৩৩ টি উপ-কেন্দ্রে একযোগে মানববন্ধন করা হয়েছে। উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচী সফল করার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উল্লেখিত সূত্রের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আইইবি'র পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় মূখ্য সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের নিকট স্মারক লিপি দেওয়া হয়েছে। একই সাথে এই বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সাথে আইইবি নেতৃবৃন্দ আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন এবং তাঁরা সকলেই উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে আইইবি নেতৃবৃন্দদের আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও অদ্যাবদি উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়নি। এই আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত প্রকৌশলীরা স্বস্তিতে থাকতে পারেন না। উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য মানববন্ধন কর্মসূচী পরবর্তী কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত সূত্রের আদেশ বাতিল করার বিষয়ে আইইবি থেকে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণ করার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাই কর্মসূচী প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দেওয়ার জন্য সভায় উপস্থিত সকল'কে অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় উপস্থিত প্রকৌশলীদের থেকে নিম্নোক্ত আলোচনা/প্রস্তাবনা/দাবী-দাওয়াসমূহ উঠে আসে ঃ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩ মূলে জারীকৃত আদেশ-এর প্রেক্ষিতে ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার নির্বাহী প্রকৌশলী বা প্রকল্প পরিচালকদের নিকটও ডিসিগণ প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত চাইবে। তাই ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার নির্বাহী প্রকৌশলীসহ প্রকল্প পরিচালকদের স্বতঃস্ফুর্তভাবে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করার বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দদের নিকট অনুরোধ জানানো হয়।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে আইইবি'র কর্মসূচীগুলো সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আইইবি'র এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি কর্তৃক একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের মাধ্যমেই পরবর্তী কর্মসূচীগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে দেশের প্রকৌশল সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়দের সাথে আইইবি নেতৃবৃন্দের আলোচনা অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও প্রকৌশল সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সহ সিনিয়রদের সাথে নিয়ে প্রকৌশল সংস্থার প্রধানগণ'কে তাঁদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়দের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রত্যেকটি প্রকৌশল সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
- যে সকল প্রকৌশল সংস্থায় ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন নেই সেখানে ০২-০৩ জন প্রকৌশলীর সমন্বয়ে একটি এডহক কমিটি গঠন করার জন্য প্রকৌশল সংস্থার প্রধানদের নিকট অনুরোধ জানানো হবে। উক্ত এডহক কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে তারা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আইইবি'র পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারক লিপি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- প্রকৌশল সংস্থাসমূহের চলমান প্রকল্পগুলোর ভূমি অধিগ্রহণের তথ্য আইইবি সদর দফতরে প্রেরণ করার জন্য আইইবি থেকে প্রকৌশল সংস্থাসমূহের প্রধানদের নিকট চিঠি দেওয়া হবে। প্রকল্পসমূহের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ডিসিগণকে চিঠি দেওয়ার তারিখ, ভূমি অধিগ্রহণ করে হস্তান্তর করার তারিখ এবং ভূমি অধিগ্রহণের মোট খরচের তথ্য চাওয়া যেতে পারে।
- ১৯৭৮ সালের পর গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের মানববন্ধনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর আইইবি'র একটি বড় ধরনের কর্মসূচী সফল হয়েছে। আইইবি হলো সকল প্রকৌশলীদের আশ্রয়স্থল। সে হিসেবে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ সফল মানববন্ধন কর্মসূচীর পর সরকারের উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ও সচিবদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলন কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। এই আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আলোচনার পাশাপাশি আরও কঠোর আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে সেখানে ডিসিগণের চিঠির প্রেক্ষিতে কোন তথ্য-উপাত্ত না দেওয়ার জন্য দেশের সকল প্রকৌশলীদের মেসেজ দিতে হবে। তাহলে মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীরা আরও সাহস পাবে।
- এই আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত প্রকৌশলীদেরকে কর্মবিরতিতে যেতে হবে তাহলে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে আদেশ প্রত্যাহার করা হবে। যেকোনোভাবে এই আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে। পর্যায়ক্রমে ১/২ ঘন্টা করে প্রকৌশলীদের কর্মবিরতি পালন করতে হবে। যে সকল প্রকৌশল সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এখনো চিঠি দেওয়া হয়নি তাদেরকে দ্রুত চিঠি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে পূর্ববর্তী বক্তাদের সাথে একমত পোষণ করেন। গত ১০/০২/২০২২ খ্রি. তারিখের মানববন্ধনের ন্যায় সারা দেশের আইইবি'র প্রতিটি কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্র এবং প্রতিটি বিভাগ/জেলা/উপজেলার প্রকৌশল দপ্তরগুলোর সামনে এই আদেশ প্রত্যাহারের স্লোগানে সম্মিলিতভাবে দাড়িয়ে কর্মবিরতি পালন করার প্রস্তাব দেন। আইইবি থেকে স্লোগান নির্ধারণ করে হ্যান্ড লিফলেট সারা দেশে সরবরাহ করলে ভালো হবে। যে দিন সারা দেশে সম্মিলিতভাবে কর্মসূচী পালন করা হবে ঐ দিনই আইইবি'কে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন করতে হবে।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ

২.২.১ আইইবি এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির ২০২১ সালের কার্যক্রমের খসড়া প্রতিবেদন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেয়া হয়।

অগ্রগতি ঃ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির ২০২১ সালের কার্যক্রমের প্রতিবেদন আইইবি'র ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.২.২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে প্রেস কনফারেন্স, প্রকৌশলীদের সমাবেশ এবং কর্মবিরতি সহ আন্দোলন কর্মসূচীর বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি কর্তৃক এই বিষয়ে গঠিত কমিটি'কে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি ঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত কমিটি কর্তৃক আন্দোলন কর্মসূচীর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১.১.২ এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির **২৫৮তম (২০২০-২০২২ মেয়াদের ৯ম) বর্ধিত সভা গত ০৫ জুন, ২০২২ খ্রি., রবিবার বিকাল ০৫:৩০ মিনিটে** আইইবি সদর দফতরস্থ শহীদ প্রকৌশলী ভবনের কাউন্সিল হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র চেয়ারম্যান এবং আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) **প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, এফ-৭৭৫৫** এবং সভা পরিচালনা করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র সদস্য-সচিব এবং আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক **প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., এফ-৫৩৩৩**। সভায় বিভিন্ন প্রকৌশলী সমিতির ৭০ জন প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন এবং ৩৬ জন প্রকৌশলী বক্তব্য প্রদান করেন।

ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহারের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা-এর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সভাপতি মহোদয় বলেন, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার বলিয়াপুর এলাকায় বাস দূর্ঘটনায় পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী কাওছার রাব্বি সহ আরও দু'জন মৃত্যুবরণ করেন এবং সীতাকুন্ডে কন্টেইনার ডিপো'তে অগ্নিকান্ডে প্রায় ৪০ জন মৃত্যুবরণ করেছেন ও বহু মানুষ আহত হয়ে চিকিৎসা অবস্থায় রয়েছে। নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সভায় তাঁদের জন্য শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩-এর আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে দেশের প্রকৌশলীদের সার্বিক সহযোগিতায় আইইবি'র কর্মসূচী সম্পর্কে সকলেই অবগত রয়েছেন। গত ৩০ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ত্রিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও আইএমইডি'র অতিরিক্ত সচিব সহ আইইবি'র প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের নেতৃত্বে আইইবি'র নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত সূত্রের আদেশ স্থগিতপূর্বক মাঠ পর্যায়ে এডিপিভুক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি ছক প্রস্তুত করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি ও আইইবি'র ০৪ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এখনো আইইবি'তে আসে নাই। উক্ত ত্রিপক্ষীয় সভায় আইইবি'র প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ এবং এই বিষয়ে পরবর্তী কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে এই সভা আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় কমিটির সভায় আইইবি'র প্রতিনিধিগণ কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দেওয়ার জন্য সভায় উপস্থিত সকল'কে অনুরোধ জানান।

সভায় উপস্থিত প্রকৌশলীদের থেকে নিম্নোক্ত আলোচনা/প্রস্তাবনা/দাবী-দাওয়াসমূহ উঠে আসে ঃ

- প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজ হলো টেকনিক্যাল কাজ তাই এই কাজ টেকনিক্যাল লোকদের মাধ্যমেই করতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি ও আইইবি'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় আইইবি'র পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়াও আইএমইডি চাইলে প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণের জন্য প্রকৌশলীদের নেতৃত্বে কনসালটেন্ট নিয়োগ দিতে পারবে। এই প্রস্তাবনাগুলো ত্রিপক্ষীয় সভায় আইইবি'র পক্ষ থেকে দেওয়া যেতে পারে। কোন অবস্থাতেই ডিসিদের সভাপতিত্বে কোন কমিটি আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজ মেনে নিবে না।

- প্রকৌশল সেক্টরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী এবং এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির সদস্য প্রকৌশলী মো. মোজাম্মেল হক, এফ/৭৪১৪ কে চাকুরী হতে চূড়ান্তভাবে অপসারণ করার বিষয়টি অত্যান্ত দুঃখজনক। যখন সরকারের অন্যান্য ক্যাডার/দপ্তরসমূহে পদোন্নতির আদেশ হচ্ছে, ঠিক সেসময়েই আমাদের প্রকৌশলীদের চাকুরী থেকে অপসারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ'টি প্রকৌশলীদের জন্য অত্যান্ত দূর্ভাগ্যজনক। প্রকৌশলীদের পেশাগত সমস্যা সমাধানে আইইবি'র পাশাপাশি প্রকৌশল সংস্থাসমূহ'কে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

- ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ'টি হঠাৎ করেই জারী করা হয়নি, প্রশাসন ক্যাডারের পরিকল্পনা মোতাবেক এই আদেশ জারী করা হয়েছে। প্রশাসন ক্যাডার পূর্বে থেকেই তাদের কার্যপরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে সর্বশেষ গত ১৮/০১/২০২২ খ্রি. তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রকৌশলীদের কাজে হাত দিয়েছে তারা। এই আদেশ-এর প্রতিবাদে প্রকৌশলীরা মাঠপর্যায়ে ভালোভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়ছে।

- প্রকৌশলীদের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, পৌরসভার প্রকল্পসমূহের কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে সুকৌশলে ডিসিদের অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব এলজিইডি'র কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা'র প্রকল্পগুলো মনিটরিং করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসি ল্যান্ড এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এভাবে তারা সুকৌশলে তাদের ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রকল্পসমূহে অন্তর্ভূক্ত করে নিচ্ছে। তাই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে প্রকৌশল সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলীদের অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে প্রস্তাবনা দিতে হবে।

- ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহার করে পূর্বের ন্যায় প্রকৌশলীদের কাজ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে সম্পাদন করার সিদ্ধান্তে আইইবি'কে অনড় থাকতে হবে। তার বাহিরে কোন কমিটি গঠন বা কমিটির সভায় যাওয়া ঠিক হবে না।

- প্রকৌশল সংস্থাসমূহ থেকে নিয়মিতভাবে স্ব-স্ব প্রকৌশল সংস্থার প্রকল্পসমূহের তথ্য-উপাত্ত আইএমইডি'কে সরবরাহ করা হয়ে আসছে। আইএমইডি'কে প্রকল্পসমূহের যত ধরণের তথ্য-উপাত্ত দেওয়ার প্রয়োজন সেটা প্রকৌশলীরা দিবে, প্রকৌশলী ব্যতিত অন্যকেউ প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত যথাযথভাবে দিতে পারবে না। সর্বোপরি প্রকৌশলীদের কাজ প্রকৌশলীরা করবে তার ব্যতিক্রম কোন কিছু করা যাবে না।

- আইএমইডি-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ডিসি'কে আহ্বায়ক করে যে কমিটি গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল তা কোনভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত আদেশ বাতিলপূর্বক পূর্বের ন্যায় প্রকৌশলীরা প্রকল্পসমূহে কাজ করবে, তার বাহিরে প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য কোন কমিটি গঠন করা যাবে না মর্মে গঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় আইইবি'র পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

- সমকাল পত্রিকায় মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর একটি বক্তব্য তুলে ধরেন: আইএমইডি'র জনবলে ডিসি'রা কিভাবে যুক্ত হবেন, ডিসি'রা কি প্রকল্প পরিবীক্ষণে প্রশিক্ষিত? ডিসিগণ সর্বোচ্চ প্রকল্পের তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। প্রকল্প মূল্যায়নের দায়িত্ব আইএমইডি'র। আইএমইডি'র জনবল সংকট হলে সেটা ডিসিদের দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। আইএমইডি'তে যে ধরণের জনবল প্রয়োজন ডিসিগণকে সেভাবে তৈরি করা হয়না। তাই ডিসি ও আইএমইডি'কে এক করা যাবে না।

- প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বিষয়ে আইএমইডি কর্তৃক যে ছক প্রদান করা হয়েছে সেটা সংশোধন করে তার মাধ্যমে আইএমইডি'কে প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা যেতে পারে। কিন্তু ডিসিদের কোনভাবে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি চাইলে উক্ত ছক সংশোধনের দায়িত্ব গঠিত টেকনিক্যাল কমিটিতে প্রেরণ করতে পারেন।

- গত ৩০ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক সভায় পূর্বের সভার কার্যবিবরণীতে আলোচনা বহির্ভূতভাবে উল্লেখিত কমিটি বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইইবি'র নেতৃবৃন্দদের ধন্যবাদ জানান। প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য দেশের প্রকৌশলীরা সক্ষম তারপরও আইএমইডি প্রয়োজন মনে করলে 3rd Party হিসেবে অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে কনসালটেন্ট নিয়োগ দিয়ে তাদের মাধ্যমে প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবেন। কিন্তু ডিসিদের কোনভাবে প্রকল্পের মূল্যায়নের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

- প্রকৌশলীদের কাজ অপ্রকৌশলী ডিসিরা কি বুঝবে? এবং একজন নন-টেকনিক্যাল কর্মকর্তা হয়ে টেকনিক্যাল প্রজেক্ট কিভাবে তারা মূল্যায়ন করবে? সার্বিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে টেকনিক্যাল প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ডিসিদের আওতায় কোন কমিটি গঠন করা হলে দেশের স্বার্থে উক্ত কমিটিতে প্রকৌশলীদের যাওয়া ঠিক হবে না। ডিসিগণ শুধুমাত্র সভা করেন, প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের সকল কাজ করেন প্রকৌশলীরা। তাই ডিসিদের আওতায় কোন কমিটি আইইবি তথা দেশের প্রকৌশলী সমাজ মেনে নিবে না।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে Annual Performance Agreement-এর মাধ্যমে সরকার তথা দেশের উন্নয়ন প্রকল্প সহ সকল কিছু প্রতি ০৩ মাস অন্তর অবহিত/পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায়ও অবহিত ও পর্যালোচনা করা হয়। তারপরও প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নন-টেকনিক্যাল ডিসিদের আলাদাভাবে দায়িত্ব

দেওয়া দেশের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না। দেশের মেগা মেগা প্রকল্প ইতোপূর্বেও প্রকৌশলীরা বাস্তবায়ন করেছেন এবং এখনও করছেন। তাই ডিসিদের প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান মানে দেশের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, আইএমইডি'র অতিরিক্ত সচিব এবং আইইবি'র ০৪ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটির সভায় আইইবি'র প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে সেখানে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির আজকের সভার রেফারেন্স দিয়ে ডিসিদের আওতায় কোন কমিটি আইইবি তথা দেশের প্রকৌশলী সমাজ মানবে না মর্মে জানিয়ে দিতে হবে। একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরে অনেকগুলো মনিটরিং সেল/কমিটি গঠন করা হয় সেগুলোর মাধ্যমে আইএমইডি প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে কর্মপন্থা নির্ধারণের বিষয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি ও আইইবি'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটি সভায় আইইবি'র প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করতে হবে। উক্ত প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক-এর নিকট প্রেরণ করার জন্য এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি কর্তৃক গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি'কে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ

২.২.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮/০১/২০২২ খ্রি. তারিখের বর্ণিত স্মারকের আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতির ন্যায় সকল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগামী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ও সচিবদের নিকট স্মারক লিপি/চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি ঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২.২ মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে কর্মপন্থা নির্ধারণের বিষয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি ও আইইবি'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটি সভায় আইইবি'র পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক-এর নিকট প্রণয়ন করার জন্য এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি কর্তৃক গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি'কে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি ঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে গঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২.১ ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো. মোজাম্মেল হক, এফ/৭৪১৪ কে সন্দেহাতীতভাবে চাকুরী থেকে অপসারণ করার প্রতিবাদে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর আইইবি থেকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সাথে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে।

অগ্রগতি ঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আইইবি নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেছেন এবং চিঠি দেওয়া হয়েছে।

১.১.৩ এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির **২৫৯তম (২০২০-২০২২ মেয়াদের ১০ম) বর্ধিত সভা গত ০১ আগস্ট, ২০২২ খ্রি., সোমবার বিকাল ০৫:৪৫ মিনিটে** আইইবি সদর দফতরস্থ শহীদ প্রকৌশলী ভবনের কাউন্সিল হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র চেয়ারম্যান এবং আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) **প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, এফ-৭৭৫৫** এবং সভা পরিচালনা করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র সদস্য-সচিব এবং আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক **প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., এফ-৫৩৩৩**। সভায় বিভিন্ন প্রকৌশলী সমিতির **৬৮** জন প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন এবং **২০** জন প্রকৌশলী বক্তব্য প্রদান করেন।

ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহারের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা-এর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

সভাপতি মহোদয় বলেন, ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩-এর আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে দেশের প্রকৌশলীদের সার্বিক সহযোগিতায় আইইবি'র কর্মসূচী সম্পর্কে সকলেই অবগত রয়েছেন। উক্ত আদেশ প্রত্যাহারের লক্ষ্যে দফায় দফায় আইইবি'র নেতৃবৃন্দরা মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সচিবদের সাথে আলোচনা

করেছেন। সর্বশেষ গত ২৬ জুলাই, ২০২২ খ্রি. তারিখে গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় আইইবি'র প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি কর্তৃক গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির প্রস্তাবনা মোতাবেক আলোচনা করে ডিসি'কে আহ্বায়ক এবং এডিসি'কে সদস্য-সচিব করে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেটা বাতিল করতে সক্ষম হয়েছি। একই সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহার করার বিষয়ে আইইবি'র দাবী আদায়ে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছি।

সভায় আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক বলেন, ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে গত ৩০ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি এবং আইইবি'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটির সভা গত ২৬ জুলাই, ২০২২ খ্রি. তারিখ বিকাল ০৪:০০ টায় আয়োজন করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের বর্ণিত সূত্রের প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষরকারী যুগ্ম-সচিব আবুল ফাতে মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে ফোনকলের মাধ্যমে আইইবি'র প্রতিনিধিদের সভায় আমন্ত্রণ জানান। উক্ত সভায় আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, এবং সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, সিপিটিইউ-এর ডিজি সহ জনপ্রশাসন ও আইএমইডি-এর ৮-১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। গত ১৫ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর অফিস কক্ষে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার আলোচনা বহির্ভূতভাবে ডিসি'কে আহ্বায়ক ও এডিসি'কে সদস্য-সচিব করে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল উক্ত কমিটি'কে কার্যকর রাখার বিষয়ে তারা সকলে জোরালোভাবে আলোচনা করেছিলেন। উক্ত কমিটি প্রত্যাহারের বিষয়ে আইইবি'র ০৩ জন প্রতিনিধির জোরালো দাবীর প্রেক্ষিতে এবং পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হয়নি মর্মে তারা যে ১১০০ প্রকল্পের কথা বলেছিলেন তার তালিকা চাওয়া হলে তখন জনপ্রশাসন ও আইএমইডি'র প্রতিনিধিরা নমনীয় হন। তারা জানান সাসটেইনাবল ডেভেলপমেন্ট এবং প্রকল্পগুলোর কোয়ালিটি দেখভালের জন্য প্রকল্পগুলো ভালোভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তখন থার্ড পার্টি কনসালটেন্ট নিয়োগ করে প্রকল্পগুলো পরিবীক্ষণ করার জন্য আইইবি'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব দিলে তারা জানান সেজন্য বাজেট-এর প্রয়োজন রয়েছে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্ভব হবে না। সভায় দীর্ঘসময় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সভার সভাপতি এবং আইএমইডি-এর সচিবের "জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রকৌশলীদের নিয়ে প্রকল্প পরিদর্শন করে আইএমইডি-এর ছক পূরণ করে আইএমইডি'তে প্রেরণের দায়িত্ব পালন করবেন" প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে এই বিষয়ে আইইবি'র এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির সভায় আলোচনাপূর্বক আইইবি'র মতামত জানানোর বিষয়ে আইইবি'র প্রতিনিধিগণ সভায় বলে আসেন। আইএমইডি-এর সচিব এবং ত্রিপক্ষীয় সভার সভাপতি'র উল্লেখিত প্রস্তাবের সাথে আইইবি একমত পোষণ করবে কিনা এই বিষয়ে আজকের সভায় আলোচনার মাধ্যমে মতামত দেওয়ার জন্য কমিটির সম্মানিত সদস্যদের অনুরোধ জানান।

সভায় উপস্থিত প্রকৌশলীদের থেকে নিম্নোক্ত আলোচনা/প্রস্তাবনা/দাবী-দাওয়াসমূহ উঠে আসে ঃ

- যে উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে এই আদেশ'টি জারী করেছিলেন, জনপ্রশাসন সচিব এবং আইএমইডি সচিব এখনো তাদের সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে রয়েছেন। কারণ ডিসি'রা কখনো প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে নিয়ে প্রকল্প পরিদর্শনে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। এখন আইএমইডি সচিব উক্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে ডিসিগণকে এখতিয়ারভূক্ত বা অধিকার করে দিলেন। যাতে ডিসিগণ যেকোনো সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য ডেকে পাঠাতে পারেন। প্রশাসন ক্যাডার বহু জল্পনা-কল্পনা করেই এই প্রস্তাব দিয়েছেন। আইএমইডি সচিবের প্রস্তাবের মাধ্যমে আমরা ৯০% সফল হয়েছি ধরা যায়। তারপরও যতক্ষণ পর্যন্ত ডিসিদের প্রকল্প পরিদর্শন ও মূল্যায়ন থেকে সরানো যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ১০০% সফল হওয়া যাবে না।
- ডিসিগণ সরকার প্রধানের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে রাষ্ট্রের প্রধান যেখানে যেতে পারেন ডিসিদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন হলো আলাদা একটা বিভাগ যেখানে পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনাসহ সবকিছু। এইটাকে ডিপার্টমেন্ট বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ডিসিগণ পূর্বে আইএমইডি'র প্রতিনিধি হিসেবে প্রকল্প পরিবীক্ষণে আসতো না কিন্তু বর্তমানে ডিসিগণ আইএমইডি'র প্রতিনিধি হিসেবে প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে আসতে চাচ্ছেন।
- ত্রিপাক্ষিক সভায় আইএমইডি'র সচিবের প্রস্তাবের সাথে আইইবি'র একমত হওয়ার সুযোগ নেই। নির্বাহী প্রকৌশলীগণ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন তার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এবং

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায়। এখানে ডিসিগণের অধীনে নির্বাহী প্রকৌশলীরা প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে, এটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না। উক্ত আদেশ বাতিল করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যে চিঠি'টি নিয়ে দেশের প্রকৌশলীরা আন্দোলন কর্মসূচিতে নেমেছে প্রথমত সে চিঠিটা প্রত্যাহার করতে হবে। এই চিঠি প্রত্যাহার করতে গিয়ে অন্যকোন চিঠি ইস্যু করা যাবে না। দেশের উন্নয়নে প্রশাসনের কাজ প্রশাসন করবে এবং প্রকৌশলীদের কাজ প্রকৌশলীরা করবে এটাই চূড়ান্ত এবং আইইবি'কে এই দাবীতে অনড় থাকতে হবে।
- প্রকল্প পরিবীক্ষণের নাম দিয়ে প্রকল্পসমূহে ডিসিদের প্রবেশ করানো ঠিক হবে না তাহলে প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও জটিলতা সৃষ্টি হবে। প্রশাসন ক্যাডার পরিবীক্ষণের নাম দিয়ে প্রকল্পগুলোতে প্রবেশ করতে চাচ্ছে, তাই এখনই তাদেরকে ঠেকাতে হবে। প্রকল্প পরিবীক্ষণের ছকে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যাবলী উল্লেখ করে লাইন মিনিষ্ট্রির মাধ্যমে আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এই বিষয়ে আইএমইডি কখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না।
- প্রকল্পগুলো হলো টেকনিক্যাল কাজ আর এই টেকনিক্যাল কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজ একজন নন-টেকনিক্যাল কর্মকর্তাকে দিয়ে করালে হাস্যকর হয়ে যাবে এবং এটা কোনভাবে যুক্তিসঙ্গত হবে না। দেশের প্রকৌশলীরা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এখন এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরির্দশনে প্রকৌশলীরা কাউকে বাধা দিলে এতে প্রকৌশলীদের দূর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পগুলোর টেন্ডার হয় ইজিপি'র মাধ্যমে আর শুধুমাত্র টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যেই ইজিপি সীমাবদ্ধ। তাই টেন্ডার হওয়ার পর প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রোগ্রেস রিপোর্ট সহ সকল হালনাগাদ তথ্য অটোমেশনের মাধ্যমে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। অটোমেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হলে প্রকল্পের তথ্যের ব্যাপারে সকলে একসাথে অবগত থাকবে।
- কোন প্রকার বিকল্প চিঠি বা কমিটি ছাড়া আইইবি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮/০১/২০২২ খ্রি. তারিখের আদেশ বাতিল চায়। কিন্তু একসাথে সবকিছুর সমাধান সম্ভব নয়। অসম যুদ্ধে না গিয়ে আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে। তাই সর্বশেষ ত্রিপাক্ষিক সভায় আইএমইডি'র সচিব কর্তৃক প্রস্তাবের সাথে ভাষাগত কোন অমিল থাকলে সেটা সংশোধন করে আইইবি'র পক্ষ থেকে সম্মতি প্রদান করা যেতে পারে।
- প্রকৌশল সংস্থাগুলোর এসোসিয়েশনগুলোকে সক্রিয় না করে কোন আন্দোলন কর্মসূচীতে যাওয়া ঠিক হবে না। গণপূর্ত অধিদপ্তরে একটি শক্তিশালী ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন থাকলেও বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী সেটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই গণপূর্ত অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন'কে পুনরায় চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।
- প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডি'র নির্ধারিত পরিবীক্ষণ ছক পূরণের মাধ্যমে প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সকল তথ্য চলে আসবে। তাই আইএমইডি'র নির্ধারিত পরিবীক্ষণ ছক আরও বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখার জন্য এস এন্ড ডব্লিউ টেকনিক্যাল কমিটি'কে দায়িত্ব দিলে ভালো হবে।
- ডিসিগণ'কে শতভাব প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮/০১/২০২২ খ্রি. তারিখের আদেশ প্রত্যাহারের লক্ষ্যে আইইবি'র আন্দোলন কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জনপ্রশাসন সচিব, আইএমইডি'র সচিব এবং আইইবি'র প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে উক্ত আদেশ বাতিল করেন এবং এই বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত দেন। উক্ত আদেশ বাতিল করার সিদ্ধান্ত থাকলেও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্ত না মেনে সভার আলোচনাবহির্ভূতভাবে ডিসি'কে আহ্বায়ক ও এডিসি'কে সদস্য-সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে আইইবি'র জোরালো দাবীর প্রেক্ষিতে সেটা বাতিল করা হয়। এইভাবে তারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।
- আইএমইডি'র সচিব ও ত্রিপাক্ষিক সভার সভাপতি'র সাথে সাক্ষাৎ করে প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত পরিবীক্ষণ ছক নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ডিসি'র নিকট প্রেরণ করার পর ডিসি কর্তৃক অনুস্বাক্ষর করে সেটা আইএমইডি'র সচিবের নিকট প্রেরণ করার বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা লিখিতভাবে প্রেরণ করা যেতে পারে।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ

২.২.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি এবং আইইবি'র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গত ২৬/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক সভায় আইএমইডি'র সচিব মহোদয়ের প্রস্তাব'টি আইইবি নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.২.২ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিবীক্ষণ করার জন্য আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত 'প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক' জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী যৌথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে আইএমইডি'তে প্রেরণ করার বিষয়ে আইইবি'র পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবনা লিখিতভাবে আইএমইডি'র সচিবের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি ঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১.১.৪ এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির **২৬০তম (২০২০-২০২২ মেয়াদের ১১তম) বর্ধিত সভা গত ৩১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি., সোমবার সন্ধ্যা ০৪:৩০ মিনিটে** আইইবি সদর দফতরস্থ শহীদ প্রকৌশলী ভবনের কাউন্সিল হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র চেয়ারম্যান এবং আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) **প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, এফ-৭৭৫৫** এবং সভা পরিচালনা করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র সদস্য-সচিব এবং আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক **প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., এফ-৫৩৩৩**। সভায় বিভিন্ন প্রকৌশলী সমিতির **১৪৮** জন প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন এবং **২৯** জন প্রকৌশলী বক্তব্য প্রদান করেন।

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি'তে অকারিগরি ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তিকরণের প্রতিবাদে সভায় আলোচনা করা হয়।

সভায় সভাপতি মহোদয় বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরে সরকারি মালিকানাধীন অনেকগুলো কোম্পানী রয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের কোম্পানীগুলো'র সিংহভাগ কাজ হলো প্রকৌশল নির্ভর এবং প্রকৌশলীরাই কোম্পানীগুলোর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের কোম্পানীসমূহ সম্পূর্ণ রূপে প্রকৌশল/কারিগরি হওয়া সত্ত্বেও এ সকল কোম্পানীর শীর্ষ পদ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অকারিগরি কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হচ্ছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. তারিখে বিদ্যুৎ সেক্টরের স্বনামধন্য এবং সম্পূর্ণ কারিগরি প্রতিষ্ঠান নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ'টি সম্পূর্ণ কারিগরি পদ হওয়া সত্ত্বেও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে অকারিগরিদের নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে এবং কোম্পানীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে একজন নন-কোর কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদানের প্রক্রিয়া চুড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে বলে আমরা অবগত হয়েছি। স্মারক নং- ২৭.২৮.০০০০.৫০১.১১.৩০১.১৯.১১৫৩ তাং ১৮/৯/২০২২ খ্রিঃ সার্কুলার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আইটেম নং (c) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে ২৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কাজের অভিজ্ঞতা যা সম্পূর্ণরূপে একটি কারিগরি বিষয়। একজন নন-কোর কর্মকর্তার এ ধরনের কারিগরি জ্ঞান অর্জন করা কোনভাবেই সম্ভব নয় বিধায় নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নন-কোর কর্মকর্তাকে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করায় প্রকৌশলী সমাজ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং বিশেষ করে বিদ্যুৎ সেক্টরে কর্মরত প্রকৌশলীদের মাঝে হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। এই বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সাথে আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান-এর নেতৃত্বে আইইবি নেতৃবৃন্দ গত ২৮/১০/২০২২ খ্রি.তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রতিবাদ জানান এবং বিদ্যুৎ সেক্টরের কোম্পানীগুলোর কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য কোম্পানীগুলোর শীর্ষ পদে কারিগরি/প্রকৌশলীদের নিয়োগের অনুরোধ জানান। তখন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় তাৎক্ষণিকভাবে সচিব'কে ফোনের মাধ্যমে প্রকৌশলীদের নিয়োগের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। তারপরও গত ৩০/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি.-এর বোর্ড সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ফাইন্যান্সের একজন অকারিগরি কর্মকর্তাকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর মত বিদ্যুৎ সেক্টরের একটি স্বনামধন্য সফল বিদ্যুৎ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অকারিগরি কোন কর্মকর্তা'কে নিয়োগ দেওয়া হলে কোম্পানীটির কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়বে। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন লি.-এ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলী থাকা সত্ত্বেও একজন অকারিগরি কর্মকর্তা'কে কারিগরী পদে নিয়োগ কোনভাবে মেনে নেওয়া যায় না। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে কোম্পানীগুলোর বোর্ডের বেশিরভাগ পদ নিয়ে নিয়েছেন এখন শীর্ষপদ নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদটিও প্রশাসন ক্যাডারের অকারিগরি কর্মকর্তারা নিয়ে নিয়েছেন। যদিও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইতোপূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান পদে কখনো অকারিগরি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু এবারই প্রথম প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এভাবে কারিগরি পদে অকারিগরিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে একসময় সবগুলো কারিগরী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর শীর্ষপদে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। তাই দেশের স্বার্থে এবং দেশের

প্রকৌশলীদের স্বার্থে আমাদের প্রকৌশলীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩-এর আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে সারাদেশের প্রকৌশলীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আন্দোলনের মাধ্যমে যেভাবে আদেশ'টি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের কোম্পানীগুলোর কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে সচল রাখতে এবং সেখানে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের স্বার্থ রক্ষার্থে আবারও সারাদেশের প্রকৌশলীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আন্দোলন কর্মসূচীতে যেতে হবে। তাই এই বিষয়ে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির সম্মানিত সদস্যদের মতামত গ্রহণপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সভা আয়োজন করা হয়েছে।

সম্মানী সাধারণ সম্পাদক মহোদয় বলেন, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে স্মারক নং- ২৭.২৮.০০০০.৫০১.১১.৩০১.১৯.১১৫৩, তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. বরাতে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। যেখানে বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৬০ বৎসর এবং Required Qualification and Experience: a) At least Graduate in Electrical/ Mechanical/Civil Engineering or Masters in Finance/ Business Administration/ Management from any recognized university) উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি'টি আইইবি'র দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আইইবি'র পক্ষ থেকে গত ১৬/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে আইইবি'র পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, যা দেশের অনেকগুলো জাতীয় পত্রিকা ও অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর সার্ভিস রুলস্-এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কারিগরি বা প্রকৌশলীদের পাশাপাশি অকারিগরি ব্যক্তিদের নিয়োগের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে বিধায় নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি. সেভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি'টি প্রকাশ করেছে। তারপরও আইইবি'র পক্ষ থেকে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়'কে অবহিত করার পাশাপাশি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আইইবি'র প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে হয়তোবা নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি. কর্তৃপক্ষ অকারিগরি ব্যক্তিদের নিয়োগের থেকে বিরত থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। কিন্তু গত ৩০/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে উক্ত নিয়োগের ভাইভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে সম্পূর্ণ অকারিগরি/ফাইন্যান্সের কোন কর্মকর্তা'কে নিয়োগের জন্য সিলেক্ট করার বিষয়টি আইইবি অবগত হওয়ার সাথে আইইবি থেকে লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়। ইতোমধ্যে অনেকগুলো কারিগরি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর শীর্ষপদে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে কারিগরি কোম্পানীগুলোর পাশাপাশি বোর্ডগুলোর শীর্ষপদও প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে দেশে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যক্রম সচল রাখতে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ সহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের অন্যান্য কোম্পানীগুলোর শীর্ষ পদে অকারিগরি (Non-Technical) কর্মকর্তাদের নিয়োগ/পদায়ন বন্ধ করে কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলীদের নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে আমাদের প্রকৌশলীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ সহ প্রকৌশলীদের বিদ্যমান সমস্যাবলী নিয়ে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কি কি কর্মসূচী গ্রহণ করা যায় সেটা নিয়ে আজকের সভায় আলোচনার মাধ্যমে মতামত দেওয়ার জন্য কমিটির সম্মানিত সদস্যদের অনুরোধ জানান।

সভায় উপস্থিত প্রকৌশলীদের থেকে নিম্নোক্ত আলোচনা/প্রস্তাবনা/দাবী-দাওয়াসমূহ উঠে আসে ঃ

- বিদ্যুৎ সেক্টরের কোম্পানীগুলোর যেকোনো বিষয়ে কাজ শুরু করার পূর্বে বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানীর বোর্ডগুলোতে আমাদের অনেক প্রকৌশলী রয়েছেন এবং তারা সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন। প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে বা প্রকৌশল পেশার বিরুদ্ধে বোর্ড সভায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে তারা প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ পান। সেখানে প্রতিবাদের মাধ্যমে সফল না হলে তারা আইইবি'কে অবহিত করতে পারেন। তাহলে আইইবি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বে বোর্ড মেম্বার বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কেউই আইইবি'কে অবহিত করেন না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি দপ্তরে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য রয়েছে তাই প্রকৌশলীদেরকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও সচেতনভাবে কাজ করতে হবে। প্রকৌশল পেশার সমস্যা সমাধানে প্রকৌশলীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই।

- পাওয়ার সেক্টরের কোম্পানীগুলো গঠন করার সময় কোম্পানীগুলোর সার্ভিস রুলস্ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তখন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সবগুলো কোম্পানীর সার্ভিস রুলস্ বাতিল করে একটি ইউনিফাইড সার্ভিস রুল্স প্রণয়ন করেন। উক্ত ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্-এর Sechedule of Direct Recruitment (Managing Director & Executive Director)-এ a) At least Graduate in Electrical/Mechanical/Civil Engineering or Masters in Finance/Business Administration/Management from any recognized university) এর বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে এবং সে মোতাবেক নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এখন আইনীভাবে কোন কিছু করা সম্ভব হবে না। কিন্তু Sechedule of Direct Recruitment (Managing Director & Executive Director)-এ d) At least 5 years experience in relevant field like generation/transmission/distribution utilities)-এর একটি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে যা a-এর সাথে Conflict করছে। কারণ প্রকৌশলী ব্যতিত অন্যদের generation/transmission/distribution utilities-এর উপর কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাই আইইবি'কে এই পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ a এবং d মোতাবেক ক্রাইটেরিয়া পূর্ণ না হলে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। আর এই দুটি ক্রাইটেরিয়া শুধুমাত্র প্রকৌশলীদের ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে। আইইবি'কে সর্বপ্রথম ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্ নিয়ে কথা বলতে হবে। কারণ এই ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্ পরিবর্তন করা না হলে কোম্পানীগুলোর শীর্ষ পদে অকারিগরিদের নিয়োগ দেওয়া বন্ধ করা যাবে না। এছাড়াও ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্-এ পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকায় প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি হচ্ছে আর অনেক যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলীরা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্-এর উপর ইতোপূর্বেও আইইবি থেকে সংশোধনী করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয় নাই।

- নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে সেটা উক্ত কোম্পানীর সার্ভিস রুলস্/ইউনিফাইড সার্ভিল রুলস্ মোতাবেক প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তাই উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদে কিছু করা সম্ভব হবে না, তবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং দেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের স্বার্থে এই বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্ পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে টেকনিক্যাল কোম্পানীগুলোর শীর্ষপদে প্রকৌশলীদের নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।

- নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি'টি দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সাথে পাওয়ার সেল-এর মহাপরিচালককে সাথে নিয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাসায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে প্রকৌশলীকে নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সচিব'কে ফোন দিয়ে উক্ত পদে প্রকৌশলীকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। তাৎক্ষণিকভাবে প্রকৌশলীদের পক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের এধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রতিমন্ত্রী মহোদয়'কে ধন্যবাদ জানান।

- কোম্পানীগুলোর বোর্ড মেম্বারদের বিষয়টিও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, সেখানে প্রকৌশলীদের পর্যাপ্ত উপস্থিতি রাখতে হবে। কোম্পানীগুলোর প্রচলিত ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্-এর নিয়োগ বিধিগুলো রিভিউ করার জন্য অনুরোধ জানান।

- কোম্পানীগুলোর বোর্ড সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়। তাই নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অকারিগরি কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগের বিষয়ে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি. এর বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, তা মন্ত্রণালয় থেকে স্থগিত করা যাবে। তাই প্রাথমিকভাবে আমরা মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় থেকে উক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন না দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে পারি।

- নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অকারিগরি কর্মকর্তাদের নিয়োগের প্রতিবাদে আমাদেরকে এখনই আন্দোলন কর্মসূচীতে নামতে হবে। কোম্পানীগুলোর প্রচলিত ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্-এর অসঙ্গতির কারণেই এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তাই এই সার্ভিস রুলস্ রিভিউ করার পাশাপাশি টেকনিক্যাল পদে টেকনিক্যাল লোকদের নিয়োগের বিষয়টি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। একই সাথে এই বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন কর্মসূচীতে যেতে হবে, সেটা হতে পারে কালো ব্যাজ ধারণ, কর্মবিরতি, প্রেস কনফারেন্স সহ মানববন্ধন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে গণপদত্যাগের কর্মসূচী।

- সাম্প্রতিক সময়ে দেশের পূর্বাঞ্চলে ব্লাকআউট-এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করে পিজিসিবি'র ০২ জন প্রকৌশলী'কে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে। যে তদন্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে পিজিসিবি'র ০২ জন প্রকৌশলীকে চাকুরীচ্যুৎ করা হয়েছে, তা পিজিসিবি'র প্রকৌশলীদের নিকট যুক্তিযুক্ত নয়। তাই পিজিসিবি'র চাকুরীচ্যুৎ ০২ জন প্রকৌশলীর চাকুরী ফেরত পেতে আইইবি'র সহযোগিতা প্রয়োজন। পাওয়ার সেক্টরের কোম্পানীগুলোতে নিয়োজিত প্রকৌশলীগণ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত। চাকুরী হারানোর ভয়ে চাইলেও সেখানকার প্রকৌশলীরা কোন প্রতিবাদ করতে পারেন না। ম্যানেজমেন্টের ভয়ে কোম্পানীর প্রকৌশল এসোসিয়েশনগুলোও সক্রিয় হতে পারেন না। তাই ব্লাকআউটের বিষয়টি আরও অধিকতর তদন্তের জন্য এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির পক্ষ থেকে সরকারের নিকট প্রস্তাব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। যাতে ভবিষ্যতে এধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করা যেতে পারে।

- সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সাথে আলোচনার পাশাপাশি কোম্পানীর প্রচলিত ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্ রিভিউ করার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের মাধ্যমে কোন আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় কিনা এই বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানান।

- নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অকারিগরী কর্মকর্তা'কে নিয়োগের অপচেষ্টার প্রতিবাদে আইইবি থেকে প্রতিবাদ জানানোর পরও নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি.-এর বোর্ডে একজন অকারিগরি কর্মকর্তা'কে নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেছে। তার মানে কোন প্রতিবাদ আমলে না নিয়েই এই নিয়োগ'টি পরিকল্পিতভাবে দিতে যাচ্ছেন তারা। তাই এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে একটি প্রতিবাদ লিপি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা যেতে পারে। একই সাথে আইইবি সদর দফতরে প্রকৌশলীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করতে পারে।

- যোগ্য লোকদের যোগ্য জায়গায় নিয়োগ/পদায়ন করার বিষয়টি হাইলাইটস করে আমাদেরকে কর্মসূচী নিতে হবে। এখন যোগ্য লোকদের যোগ্য জায়গায় বসানো হচ্ছে না মর্মে সরকারকে এই বিষয়টি অবহিত করতে হবে। তারপর টেকনিক্যাল পদে নন-টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের নিয়োগ/পদায়নের বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। এই বার্তাগুলো যেকোনোভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পৌঁছাতে হবে। তাহলে খুব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সমাধান আসবে। কারণ আমরা ইতোপূর্বেও দেখেছি যে প্রকৌশলীদের সমস্যাগুলো মাননীয় প্রধামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া সমাধান হয়নি। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অকারিগরি কর্মকর্তা'কে নিয়োগের অপচেষ্টা করার প্রতিবাদে প্রেস বিজ্ঞপ্তি, জাতীয় প্রেস ক্লাবে মানববন্ধন এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে আলোচনার পাশপাশি প্রকৌশল সংস্থার প্রধানদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

- জিটিসিএল অর্গানোগ্রাম বোর্ডে অনুমোদন হওয়ার পর পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। জিটিসিএল-এর অর্গানোগ্রাম সহ আরও ০৩টি কোম্পানীর অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। কোম্পানীসমূহের স্বতন্ত্র বেতন-স্কেল এর বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সেভাবে অগ্রগতি নেই। পেট্রোবাংলাতে এখনো নন-টেকনিক্যাল ০৩ জন কর্মকর্তা টেকনিক্যাল পরিচালক পদে রয়েছেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে আইইবি'র পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

- গণপূর্ত অধিদপ্তরে দীর্ঘদিন যাবত বিসিএস পাবলিক ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের কমিটি নেই। এই কমিটি না থাকার কারণে অন্যরা সুযোগ নিচ্ছে। তাই যতদ্রুত সম্ভব বিসিএস পাবলিক ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের কমিটি গঠনের বিষয়ে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

- বাংলাদেশের গার্মেন্টস-এ নিয়োজিত কর্মীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা থাকলেও কোম্পানীগুলোতে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা নেই। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অকারিগরি কর্মকর্তা'কে নিয়োগের অপচেষ্টার প্রতিবাদের পাশাপাশি প্রকৌশলীদের অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৩-৪টি পয়েন্ট নিয়ে সক্রিয়ভাবে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে নিতে হবে। সেজন্য আইইবি'কে জোরালোভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ ইউনিফাইড সার্ভিস রুলস্ মোতাবেক এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাই আইনী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ নাই। কোম্পানীগুলোর বোর্ড অব ডাইরেক্টরে আইইবি'র প্রতিনিধি, পেশাজীবিদের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সময় বুঝে প্রকৌশলীদের নিয়ে আন্দোলন কর্মসূচীতে যেতে হবে।

- নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অকারিগরি কর্মকর্তা'কে নিয়োগের অপচেষ্টার প্রতিবাদে আন্দোলন কর্মসূচী নিয়ে সভায় অনেক আলোচনা হয়েছে এবং প্রস্তাবনাও পাওয়া গিয়েছে। আন্দোলন

কর্মসূচী একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই প্রথমেই প্রত্যেকটি প্রকৌশল অধিদপ্তর/সংস্থার সামনে "টেকনিক্যাল পদে নন-টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া বা পদায়ন করা যাবে না" মর্মে প্রতিবাদি ব্যানার প্রদর্শন করতে হবে।

- নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. তারিখের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি'তে অকারিগরি ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তিকরণের প্রতিবাদে স্মারক লিপি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যানার প্রস্তুত সহ আইইবি'র পক্ষ থেকে পরবর্তী কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। সে মোতাবেক সভার সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে আইইবি'র তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, এফ/৬৪৭২ কে আহ্বায়ক এবং আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) ও এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির যুগ্ম সদস্য-সচিব প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, এফ/৮৮৮৮ কে সদস্য-সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। উক্ত কমিটি নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অকারিগরি কর্মকর্তা'কে নিয়োগের অপচেষ্টার প্রতিবাদে আইইবি থেকে ইতোপূর্বে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত চিঠি ও প্রতিবাদ লিপি পর্যালোচনা আগামী ০৩ দিনের মধ্যে আরও ভালোভাবে একটি প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করা যায় সে বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে একটি সুপারিশ প্রণয়ন করবেন।
- কারিগরি (Technical) পদে অকারিগরি (Non-Technical) কর্মকর্তাদের নিয়োগ/পদায়ন বন্ধ করার বিষয়ে আইইবি'র ১৮টি কেন্দ্র এবং ৩৩টি উপ-কেন্দ্রসহ দেশের প্রতিটি প্রকৌশল সংস্থা/দপ্তরের সামনে প্রতিবাদী ব্যানার ঝুলানো হবে। ব্যানার প্রস্তুতপূর্বক প্রতিটি প্রকৌশল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার সামনে ঝুলানোর বিষয়টি গঠিত কমিটি কর্তৃক নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ

২.২.১ নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. তারিখের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি'তে অকারিগরি ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তিকরণের প্রতিবাদে স্মারক লিপি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যানার প্রস্তুত সহ আইইবি'র পক্ষ থেকে পরবর্তী কর্মসূচী প্রণয়নের বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি অতীব জরুরী হওয়ায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষমান না রেখে কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম শুরু করার ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেন।

কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১. **প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, এফ/৬৪৭২** - **আহ্বায়ক**
   চেয়ারম্যান, তড়িৎকৌশল বিভাগ, আইইবি ;
২. **প্রকৌশলী মো. আইনুল হক, পিইঞ্জ., এফ/৩১৪৪** - **সদস্য**
৩. **প্রকৌশলী মো. জুলফিকার আলী, এফ/৮৩৩২** - **সদস্য**
৪. **প্রকৌশলী এ. এন. এম. তারিক আব্দুল্লাহ, এফ/৯৯৯৭** - **সদস্য**
৫. **প্রকৌশলী মো. মেহেদুর রহমান, এফ/১১২৭৩** - **সদস্য**
৬. **প্রকৌশলী মো. আখেরুল ইসলাম, এফ/১১৮০৯** - **সদস্য**
৭. **প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান সরকার, এফ/১২৫২০** - **সদস্য**
৮. **প্রকৌশলী মো. আবু সুফিয়ান মাহবুব (লিমন), এম/২৬৬০৭** - **সদস্য**
৯. **প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, এফ/৮৮৮৮** - **সদস্য-সচিব**
   সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে (Memo No.-27.28.0000.501.11.301.19.1153, Dated : 18.09.2022)-সূত্রের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি'তে অকারিগরি ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্তিকরণের প্রতিবাদ জানিয়ে আইইবি থেকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট একটি স্মারক লিপি প্রেরণ করা হবে। কমিটি উক্ত স্মারক লিপি প্রস্তুত করে এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির চেয়ারম্যান/ সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করবেন।

২। কারিগরি (Technical) পদে অকারিগরি (Non-Technical) কর্মকর্তাদের নিয়োগ/পদায়ন বন্ধ করার বিষয়ে আইইবি'র ১৮টি কেন্দ্র এবং ৩৩টি উপ-কেন্দ্রসহ দেশের প্রতিটি প্রকৌশল সংস্থা/দপ্তরের সামনে প্রতিবাদী ব্যানার

প্রদর্শন করা হবে। কমিটি উক্ত ব্যানার প্রস্তুত করে এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির চেয়ারম্যান/ সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করবেন।

৩। কারিগরি (Technical) পদে অকারিগরি (Non-Technical) কর্মকর্তাদের নিয়োগ/পদায়ন বন্ধ করার বিষয়ে স্মারক লিপি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও ব্যানার প্রস্তুত করে কমিটি এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির চেয়ারম্যান/ সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করবেন।

৪। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অগ্রগতি ঃ কমিটির মাধ্যমে স্মারক লিপি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যানার প্রস্তুত সহ আইইবি'র পক্ষ থেকে পরবর্তী কর্মসূচী প্রণয়ণের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.২.২ কারিগরি (Technical) পদে অকারিগরি (Non-Technical) কর্মকর্তাদের নিয়োগ/পদায়ন বন্ধ করার বিষয়ে আইইবি'র **১৮**টি কেন্দ্র এবং ৩৩টি উপ-কেন্দ্রসহ দেশের প্রতিটি প্রকৌশল সংস্থা/দপ্তরের সামনে প্রতিবাদী ব্যানার প্রদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতি ঃ আইইবি'র **১৮**টি কেন্দ্র এবং ৩৩টি উপ-কেন্দ্রসহ দেশের প্রতিটি প্রকৌশল সংস্থা/দপ্তরের সামনে প্রতিবাদী ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।

১.১.৫ এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির **২৬১তম (২০২০-২০২২ মেয়াদের ১২তম (জরুরী) বর্ধিত সভা গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি., বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ০৬:০০ টায়** আইইবি সদর দফতরস্থ শহীদ প্রকৌশলী ভবনের কাউন্সিল হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র চেয়ারম্যান এবং আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) **প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, এফ-৭৭৫৫** এবং সভা পরিচালনা করেন এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি'র সদস্য-সচিব এবং আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক **প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., এফ-৫৩৩৩**। সভায় বিভিন্ন প্রকৌশলী সমিতির **৭২** জন প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন এবং **১৫** জন প্রকৌশলী বক্তব্য প্রদান করেন।

ডিসি সম্মেলন-২০২৩ এ "ডিসিগণকে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান" সম্পর্কিত ডিসিগণ কর্তৃক উপস্থাপিত দাবীর প্রতিবাদে আইইবি'র কর্মসূচী নির্ধারণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

সভায় সভাপতি মহোদয় বলেন, জেলা প্রশাসনকে এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩-এর আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে দেশের প্রকৌশলীদের সার্বিক সহযোগিতায় আইইবি'র কর্মসূচী সম্পর্কে সকলেই অবগত রয়েছেন। সারাদেশের প্রকৌশলীদের সার্বিক সহযোগিতায় আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ধারাবাহিকভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, মন্ত্রীপরিষদ সচিব, আইএমইডি'র সচিব সহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত আদেশটি স্থগিত করানো হয়। জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ডিজাইন ও তদারকি সহ প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের ক্ষমতা চাওয়ার অযৌক্তিক প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের বিষয়টি দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে আইইবি'র দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সাথে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের আমন্ত্রণে বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রধানদের এক জরুরী সভা গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. তারিখে আইইবি সদর দফতরে আয়োজন করা হয়। উক্ত জরুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা। সভায় আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রধান সহ প্রায় শতাধিক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। ডিসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবে উপস্থিত প্রকৌশলীদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির জরুরী সভা আয়োজনপূর্বক এই বিষয়ে কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট মহোদয় অনুরোধ জানান। তার প্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির ২৬১তম বর্ধিত সভা আয়োজন করা হয়েছে। জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২২ এ ডিসিগণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ সম্পর্কিত আদেশ ডিসিগণ কার্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা নতুনভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ডিজাইন ও তদারকি সহ প্রকল্পের আয়ন-ব্যয়নের ক্ষমতা নেওয়ার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রকল্পের সকল কাজ করবে প্রকৌশলীরা কিন্তু আয়ন-ব্যয়ন করবেন ডিসিগণ, এটা কোনভাবে হতে পারে না। উন্নয়ন প্রকল্পের আয়ন-ব্যয়নের কাজ করার জন্য সরকারের অনেকগুলো দপ্তর রয়েছে তারা সেটা করবে, ডিসিদের কোনভাবে এই দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। ডিসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবে প্রকৌশলীদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম'কে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সারাদেশের

প্রকৌশলীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আন্দোলন কর্মসূচীতে যেতে হবে। তাই এই বিষয়ে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির সম্মানিত সদস্যদের মতামত গ্রহণপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এই জরুরী সভা আয়োজন করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত প্রকৌশলীদের থেকে নিম্নোক্ত আলোচনা/প্রস্তাবনা/দাবী-দাওয়াসমূহ উঠে আসে ঃ

- ডিসিগণের কার্যপরিধিতে ইতোমধ্যে প্রকল্প তদারকির দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে, এখন ডিসিগণ প্রকল্পগুলোর অধিকতর তদারকি করতে চান। ডিসিগণ তার জেলার সকল ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমাসে একটি উন্নয়ন সভা/কোঅর্ডিনেশন সভা করেন। সেখানে জেলার সকল উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয় এবং সরকারের নিকট উপস্থাপনের জন্য জেলার সকল উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য ডিসি'র নিকট লিখিতভাবে জমা দেওয়া হয়। ডিসিগণের কার্যপরিধি মোতাবেক তার জেলার যেকোনো প্রকল্প তিনি তদারকি করতে পারেন, এটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলন, ডিজাইন, মনিটরিং এবং গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে জেলা প্রশাসকগণকে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করার জন্য জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ প্রস্তাব দেন। যে কাজটা বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সম্পাদন করা হচ্ছে। এই বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ রয়েছে। এতে এসকল প্রকল্পে প্রকৌশলীরা সকল কাজ সম্পন্ন করবেন আর বিল দিবেন সংশ্লিষ্ট ডিসি। অর্থাৎ গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রকল্প মনিটরিং এবং আয়ন-ব্যয়নের কাজ ডিসিগণের হাতে নিতে চাচ্ছেন।

- ভূমি মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দকৃত অর্থে বাস্তবায়িত কাজের প্রকল্প গ্রহণ, প্রাক্কলন প্রস্তুত, অনুমোদন, টেন্ডার প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন সহ সকল ক্ষেত্রে ডিসিগণ বা তাদের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে জেলা প্রশাসকগণকে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করার জন্য জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ প্রস্তাব দেন। যে কাজটা বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সম্পাদন করা হচ্ছে। এই বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ রয়েছে। এতে এসকল প্রকল্পে প্রকৌশলীরা সকল কাজ সম্পন্ন করবেন আর বিল দিবেন সংশ্লিষ্ট ডিসি। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং এবং আয়ন-ব্যয়নের কাজ ডিসিগণের হাতে নিতে চাচ্ছেন। তদারকি এবং অধিকতর তদারকির নামে মূলতঃ ডিসিগণ প্রকল্পের পুরো দায়িত্ব প্রকৌশলীদের থেকে নিয়ে নিতে চায়। তাই আমাদেরকে এখনই সোচ্চার হতে হবে, অন্যথায় অন্যান্য অপ্রকৌশল ডিপার্টগুলোর মত প্রকৌশল ডিপার্টমেন্টগুলোর প্রকল্পের দায়িত্বও তারা নিয়ে নিবে। তখন ডিসিদের অধীনেই প্রকৌশলীদের থাকতে হবে।

- জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবনাসমূহে অবশ্যই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ থাকে। এই সম্মেলন শেষ হওয়ার পরপরই উপস্থাপিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে সুপারিশ মোতাবেক প্রজ্ঞাপন জারী করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কৃত্য পেশাভিত্তিক প্রশাসন ও কাজ সম্পাদনের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইইবি'র পক্ষ থেকে আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণের প্রস্তাব দেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এছাড়া বিকল্প কোন প্রস্তাব নেই।

- জেলাপ্রশাসন সম্মেলন-২০২৩ শেষ হওয়ার পর সম্মেলনের পুরো কার্যক্রম নিয়ে একটি কার্যবিবরণী/প্রসেডিং প্রস্তুত করা হয় এবং তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থেকে অনুমোদন নেওয়া হয়। এই অনুমোদন নেওয়ার পূর্বেই আইইবি'কে জোরালোভাবে অগ্রসর হতে হবে। তাই তাৎক্ষণিকভাবে এখনই একটি প্রতিবাদ লিপি দিতে হবে। কারণ প্রসেডিং-এ যদি এই প্রস্তাবনাগুলো থাকে তাহলে অনুমোদন হওয়ার সাথে সাথে প্রজ্ঞাপন/চিঠি ইস্যু হয়ে যাবে। তাই সার্বিক বিষয়াবলী বিবেচনা করে প্রয়োজনে দেশের প্রকৌশলীদের স্বার্থে আইইবি'কে আইনী প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হবে।

- ডিসিগণ প্রকল্পের স্বাভাবিক তদারকি করতে পারেন এটা ডিসিগণের রুটিন ওয়ার্ক। কিন্তু প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে ডিসিগণ'কে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কোনভাবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। ডিসিগণকে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হলে তখন প্রকৌশলীদের আর কিছু করার থাকবে না। তাই জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এর কার্যবিবরণী/প্রসেডিং-এর জন্য অপেক্ষা না করে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার নিউজের রেফারেন্স দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করা যেতে পারে। একই সাথে ডিপার্টমেন্টগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারক লিপি দেওয়া যেতে পারে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, প্রতিবাদ লিপি/স্মারক লিপি প্রস্তুত সহ এই বিষয়ে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশমালা প্রস্তুত করার জন্য আজকের সভায় একটি কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ জানান।

- জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এর কার্যবিবরণী/প্রসেডিং-এর জন্য অপেক্ষা না করে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার নিউজের রেফারেন্স দিয়ে প্রকৌশলীদের উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যেতে পারে একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকটও একটি প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করা যেতে পারে।

- চলমান জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ডিজাইন ও তদারকি সহ প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের ক্ষমতা চাওয়ার অযৌক্তিক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে জোরালোভাবে প্রতিবাদ জানাতে হবে। উক্ত প্রতিবাদ লিপি দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিবাদ লিপি প্রচার করতে হবে। যাতে আইইবি তথা প্রকৌশলীদের প্রতিবাদ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। পরবর্তীতে প্রকৌশল সংস্থার প্রধানগণ আইইবি'র এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির প্রতিবাদ কর্মসূচীর সাতে একাত্মতা পোষণ করে বিবৃতি দিবেন।

- জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবনাসমূহের বিষয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে অবগত হয়েছি। এখানে মূল পয়েন্ট হলো দু'টি তদারকি ও সমন্বয়। সরকারের নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেহেতু ডিসিগণ সরকারের মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। তাই ডিসিগণ যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন, এই বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বুঝাতে চেয়েছেন। ডিসিগণ যদি সমন্বয়ের কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন করেন তাহলে প্রকল্পগুলো যথাসময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। ডিসিগণ'কে প্রকল্পের আয়ন-ব্যয়নের কাজে অন্তর্ভূক্ত করা প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হবে। তাই এই বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'কে জানাতে হবে।

- প্রাথমিকভাবে প্রকৌশলীরা প্রকল্পের প্রাক্কলন সহ যাবতীয় বিষয়াবলী প্রস্তুত করার পর সেগুলো মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকল্পে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে তার দায় পুরোপুরি প্রকৌশলীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, এই বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট তুলে ধরতে হবে। দিন-দিন প্রকৌশল সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তরগুলোর বাজেট বৃদ্ধি পেলেও লোকবল বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তার জন্য অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত করা হলে সেগুলো মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জমা পড়ে থাকে পাশ হয়না। তাই সার্বিক বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে। প্রকৌশল পেশা'কে ধ্বংস করার জন্য ডিসিগণ কর্তৃক এধরণের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছেন। তাই এই বিষয়ে জোরালো প্রতিবাদ জানাতে হবে।

- জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত অযৌক্তিক প্রস্তাবের প্রতিবাদে অ্যাকশন অরিয়েন্টেড পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ডিসিগণ যেভাবে তাদের সম্মেলনে অযৌক্তিক দাবী উত্থাপন করেছেন, আসন্ন আইইবি'র ৬০তম কনভেনশনে দেশের স্বার্থে এবং দেশের উন্নয়নের স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রকৌশলীদের যৌক্তিক দাবীগুলো জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই বিষয়ে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর লক্ষ্যে আগামী ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের পূর্বে একটি বড়ধরণের প্রেস কনফারেন্স করার প্রস্তাব দেন। সর্বোপরি আমাদের প্রকৌশলীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রকৌশলীদের দাবী-দাওয়া আদায়ে মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

- জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রতিবাদে আইইবি'র পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট ধাপে-ধাপে স্মারক লিপি দেওয়া হবে। উক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং স্মারক লিপি প্রস্তুত করার পাশাপাশি এই বিষয়ে পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাবনা প্রস্তুত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। আইইবি'র পুরকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. জিকরুল হাসান, এফ/৮১৯৯ কে আহ্বায়ক আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, এফ/৯৩০০ কে সদস্য-সচিব এবং প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, এফ/৮৮৮৮, প্রকৌশলী মো. জুলফিকার আলী, এফ/৮৩৩২, প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম মিয়া, এফ/৭০৭৭, প্রকৌশলী সন্তোষ কুমার রায়, এফ/৬৯৯০, প্রকৌশলী দেওয়ান আইনুল হক, এফ/১২০২৮ ও প্রকৌশলী রেজাউল করিম, এম/৪০৫৭০ কে সদস্য করে কমিটি গঠন করা হয়। প্রস্তাবিত কমিটি স্মারক লিপি ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত সহ পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করবেন।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঃ

১.২.১ জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত "উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ডিজাইন ও তদারকি সহ প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের ক্ষমতা" চাওয়ার প্রতিবাদে স্মারক লিপি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যানার প্রস্তুত সহ আইইবি'র পক্ষ থেকে পরবর্তী কর্মসূচী প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি

গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি অতীব জরুরী হওয়ায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষমান না রেখে কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম শুরু করার ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেন।

কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১. **প্রকৌশলী মো. জিকরুল হাসান, পিইঞ্জ., এফ/৮১৯৯** - আহ্বায়ক
ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি।

২. **প্রকৌশলী মো. মতিয়ার রহমান, এফ/৪৪৪৬** - সদস্য

৩. **প্রকৌশলী সন্তোষ কুমার রায়, এফ/৬৯৯০** - সদস্য

৪. **প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম মিয়া, এফ/৭০৭৭** - সদস্য

৫. **প্রকৌশলী মো. জুলফিকার আলী, এফ/৮৩৩২** - সদস্য

৬. **প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ, এফ/৮৮৮৮** - সদস্য

৭. **প্রকৌশলী দেওয়ান আইনুল হক, এফ/১২০২৮** - সদস্য

৮. **প্রকৌশলী রেজাউল করিম, এম/৪০৫৭০** - সদস্য

৯. **প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, এফ/৯৩০০** - সদস্য-সচিব
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১। জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত "উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ডিজাইন ও তদারকি সহ প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের ক্ষমতা" চাওয়ার প্রতিবাদে স্মারক লিপি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যানার প্রস্তুত করে এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির চেয়ারম্যান/ সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করবেন।

২। জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত "উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ডিজাইন ও তদারকি সহ প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের ক্ষমতা" চাওয়ার প্রতিবাদে কর্মসূচী গ্রহণের বিষয়ে একটি সুপারিশমালা এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটির চেয়ারম্যান/ সদস্য-সচিবের নিকট পেশ করবেন।

৩। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অগ্রগতি ঃ জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত "উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ডিজাইন ও তদারকি সহ প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের ক্ষমতা" চাওয়ার প্রতিবাদে গঠিত কমিটি কর্তৃক স্মারক লিপি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও ব্যানার প্রস্তুত করা হয়।

২.০.০ এস এন্ড ডব্লিউ নির্বাহী কমিটির সভা ঃ

আইইবি'র ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার পর হতে এস এন্ড ডব্লিউ নির্বাহী কমিটির ০১ টি (১১৯তম) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ

এস এন্ড ডব্লিউ নির্বাহী কমিটির ১১৯তম (২০২০-২০২২ মেয়াদের ৪র্থ) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ **বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে আলোচনা।**

৩.২ সিদ্ধান্ত ঃ

৩.২.১ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর প্রতিবাদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'কে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত চিঠির খসড়া প্রস্তুত করার জন্য প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, এফ/৯৩০০, প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম মিয়া, এফ/৭০৭৭ এবং প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার, এফ/৭৭৮৮ কে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

অগ্রগতিঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইইবি থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

৩.২.২ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর প্রতিবাদে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহোদয়'কে যে চিঠি দেওয়া হবে তার

সাথে সঙ্গতি রেখে প্রকৌশল সংস্থার প্রধানদের নিকট একটি চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত চিঠির কপি সকল নির্বাহী প্রকৌশলীদের নিকট প্রেরণ করা হবে।

অগ্রগতিঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইইবি থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

৩.২.৩ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভায় আইইবি'র প্রেসিডেন্ট মহোদয় সহ আইইবি'র নেতৃবৃন্দরা যেভাবে আলোচনা করেছেন এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী কমিটি গঠনের বিষয়ে যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবে কমিটি গঠন করার বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চেয়ে একটি চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অগ্রগতিঃ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইইবি থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

৩.০.০ এস এন্ড ডব্লিউ নির্বাহী কমিটি ও পূর্ণাঙ্গ কমিটি কর্তৃক ২০২২ সালের কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

৩.১.১ এডিপিভুক্ত শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ নিশ্চিতকরণ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের পত্রের বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে গত ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. ও ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের আমন্ত্রণে বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রধানদের মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৩.১.২ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে গত ১৬ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের আমন্ত্রণে বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রধানদের মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৩.১.৩ পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিসে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করার তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে গত ০৮ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে এই বিষয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী STEP প্রকল্পের শিক্ষকদের চাকুরী রাজস্বখাতে স্থানান্তরের পাশাপাশি তাঁদের বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের বিষয়ে আইইবি নির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র নিকট গত ১০ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে আলাদা-আলাদাভাবে দু'টি পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.১.৫ ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩-এর আদেশ প্রত্যাহারের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে গত ১৩ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

৩.১.৬ ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করে গত ১৩ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী মহোদয়দের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.১.৭ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে গত ১৫ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, আইএমইডি সচিব ও আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ত্রিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩.১.৮ পটুয়াখালী সদর উপজেলার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অফিসে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে টেন্ডার সংক্রান্ত অনৈতিক দাবী মানতে রাজি না হওয়ায় পটুয়াখালী সদর উপজেলার সৈয়দ মো. সোহেল ও জামাল হোসেন কর্তৃক উপজেলা প্রকৌশলীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে গত ১০

এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে এই বিষয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.৯ "সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদকালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী সহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে গত ১০ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে এই বিষয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.১০ "সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের কারণে বহিরাগত কর্তৃক ভোলাহাট উপজেলা প্রকৌশলীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে গত ১৭ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. তারিখে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.১১ প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্নকারী নবীন প্রকৌশলীদের কর্মসংস্থান সৃজনে ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে গত ১০ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্ণর মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.১.১২ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে কর্মপন্থা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে গত ৩০ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

৩.১.১৩ রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে দায়িত্বরত অবস্থায় বাংলাদেশ সার্ভিস লিমিটেড-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) প্রকৌশলী সুব্রত সাহা-এর দূর্ঘটনাজনিত/রহস্যজনক মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্তের আহ্বান জানিয়ে গত ৩০ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আইইবি নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ-এর জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৩.১.১৪ সন্দেহজনক অভিযোগে ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো. মোজাম্মেল হক'কে চাকুরী থেকে অপসারণের আদেশ প্রত্যাহারের জন সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করে গত ০৯ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.১.১৫ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইকবাল কবির জাহিদ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) প্রকৌশলী মিজানুর রহমান'কে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনার যথাযথ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৯ জুন, ২০২২ খ্রি. তারিখে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-এর নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে এই বিষয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.১৬ প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম মৃধা, উপজেলা প্রকৌশলী, কুলাউড়া উপজেলা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর উপর দলবদ্ধ হয়ে হামলা করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে গত ১১ আগস্ট, ২০২২ খ্রি. তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে এই বিষয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.১৭ জাতীয় স্বার্থে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কো. লি. (টিজিটিডিসিএল)-এর প্রক্রিয়াধীন অর্গানোগ্রাম কারিগরী জনবলের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিতকরণের জন্য গত ১১ আগস্ট, ২০২২ খ্রি. তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.১.১৮ 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)'-এর পক্ষে মাঠ পর্যায়ে এডিপিভূক্ত প্রকল্পের পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে আইইবি'র সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার পূর্ণাঙ্গ কমিটির ২৫৯তম বর্ধিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইইবি'র সুচিন্তিত মতামত প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.১.১৯ দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করায় মো. ওয়াকিল ইসলাম ও মো. আনোয়ার হোসেন কর্তৃক প্রকৌশলী মো. সানোয়ার হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী, দূর্গাপুর উপজেলা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর উপর দলবদ্ধ হয়ে হামলা করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে গত ২১ আগস্ট, ২০২২ খ্রি. তারিখে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে এই বিষয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.২০ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থায় নিয়োজিত প্রকৌশলীদের পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

৩.১.২১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে নির্বাহী প্রকৌশলী/সমমান এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর শূন্য পদের অনুকূলে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকৌশলীর পদোন্নতি প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট গত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.১.২২ নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ সহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের অন্যান্য কোম্পানীগুলোর শীর্ষ পদে অকারিগরী (Non-Technical) কর্মকর্তাদের নিয়োগ/পদায়ন বন্ধ করে কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলীদের নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট গত ১৬ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.১.২৩ জেলাপ্রশাসক সম্মেলন-২০২৩ এ ডিসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত 'উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুত, ডিজাইন ও তদারকি সহ প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের ক্ষমতা চাওয়ার অযৌক্তিক দাবি'র প্রেক্ষিতে গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে আইইবি'র পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.২৪ প্রকল্পের কাজ না দেওয়ায় ঠিকাদার কর্তৃক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিমান বন্দর সড়ক উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রেষণে নিয়োজিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো. গোলাম ইয়াজদানী-এর উপর দলবদ্ধ হয়ে হামলা করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে গত ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে এই বিষয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.২৫ প্রকল্পের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে বিল না দেয়ায় ঠিকাদার কর্তৃক বিএডিসির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-পরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (পানাসি প্রকল্প)" এর নাটোর (ক্ষুদ্রসেচ) জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব নাসিম আহমেদ-এর উপর দলবদ্ধ হয়ে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী গত ০৬ মার্চ, ২০২৩ খ্রি. তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে এই বিষয়ে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.২৬ বিদ্যুৎ বিভাগ হতে PO-59 of 1972 সংশোধন প্রস্তাবে পেট্রোবাংলা ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আলোকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে খন্ডকালীন সদস্য অন্তর্ভূক্তকরণের উদ্যোগ বাতিল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নতুন একটি সদস্য (আইসিটি) পদ সৃজনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট গত ১৫ মার্চ, ২০২৩ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.১.২৭ আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ-এর জনবল কাঠামো সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে এপিএসসিএল পর্ষদ কর্তৃক গঠিত জনবল কাঠামো-২০২১ পুনঃমূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণ করতঃ পুনঃমূল্যায়িত সেট-আপ অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকরী নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট গত ২২ মার্চ, ২০২৩ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩.১.২৮ আইইবি ফরিদপুর কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান ড. প্রকৌশলী মো. লুৎফর রহমান, এফ-৪২২০ এর সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা পরিচালনার জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.২৯ আইইবি'র সম্মানিত সদস্যদের আইনী সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে অভিজ্ঞ আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি 'Lawyers Panel' গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১.৩০ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন হত্যাকান্ডের দ্রুত বিচারের দাবীতে আইইবি থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়।

৩.১.৩১ প্রকৌশলী-কৃষিবিদ-চিকিসৎক (প্রকৃচি) কে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি'র সভায় আইইবি'র প্রতিনিধি হিসেবে আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার) প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. এবং সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার) প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ'কে মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.১.৩২ সকল প্রকৌশল সংস্থা/অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের কার্যক্রম বেগবান করার জন্য এবং একই সাথে সমিতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে সমিতির নিজস্ব গঠনতন্ত্র মোতাবেক নতুন কমিটি গঠনপূর্বক প্রকৌশলীদের বিরাজমান সমস্যাবলীর সমাধান ও দাবী-দাওয়া আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য স্ব-স্ব প্রকৌশল সংস্থা/অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক'কে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

৩.১.৩৩ Warrant of Precedence, 1986 (Revised up to July, 2020)-এ প্রকৌশলীদের অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১.৩৪ যে সকল প্রকৌশল সংস্থা/অধিদপ্তরে ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের কমিটি নেই বা মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি রয়েছে সেগুলোতে সক্রিয় প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে নতুন কমিটি গঠন করা এবং সকল প্রকৌশল সংস্থা/অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের কমিটি'কে সক্রিয়/শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানদের চিঠি দেওয়া হয়েছে।

৩.১.৩৫ প্রকৌশল সংস্থাগুলোর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী এবং প্রকৌশলীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে আইইবি নির্বাহী কমিটির সাথে প্রকৌশল এসোসিয়েশনগুলোর নির্বাহী কমিটির মতবিনিময় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১.৩৬ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩-এর পত্র প্রত্যাহারের দাবীতে গত ০৩/০২/২০২২ খ্রি., ০৯/০২/২০২২ খ্রি., ১০/০২/২০২২ খ্রি. ও ১৬/০২/২০২২ খ্রি. তারিখে আলাদা-আলাদাভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৩.১.৩৭ ডিসিগণকে শতভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহার চেয়ে প্রকৌশলী সমিতিগুলোর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট স্মারক লিপি প্রেরণ করার জন্য আইইবি'র পক্ষ থেকে প্রকৌশল সংস্থার প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.৩৮ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৫.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০১.২১.০৩-এর পত্রের প্রতিবাদে গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি., বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০ টা থেকে ১১:০০ টা পর্যন্ত আইইবি সদর দফতরের সামনে এবং ৬৪টি জেলায় আইইবি'র ১৮ টি কেন্দ্র ও ৩৩ টি উপ-কেন্দ্রে একযোগে মানববন্ধন আয়োজন করা হয়।

৩.১.৩৯ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের উল্লেখিত স্মারকের আদেশ প্রত্যাহারের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করে গত ০৬/০৩/২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারক লিপি প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.৪০ জেলা প্রশাসনকে এডিপিভূক্ত শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-এর দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখের আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকৌশলীদের মহাসমাবেশ সহ আইইবি'র পক্ষ থেকে পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.১.৪১ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের হবিগঞ্জ দপ্তরে কর্মরত সহকারী প্রকৌশলীর উপর হামলার তীব্র নিন্দা ও দ্রুত বিচারের দাবী জানিয়ে গত ০১ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি. তারিখে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

৪.০.০ <u>প্রকৌশলীদের দাবিসমূহ নিম্নরূপ ঃ</u>

- **<u>প্রকৌশল সংস্থাসমূহের শীর্ষপদগুলোতে প্রকৌশলী পদায়ন করা ঃ</u>**

  বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার কাজ কারিগরি বিষয় সংশ্লিষ্ট বিধায় প্রকৌশল সংস্থাসমূহের চেয়ারম্যান, কোম্পানীগুলোর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সর্বোপরি সংস্থাসমূহের শীর্ষপদগুলোতে প্রকৌশলীর অভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, রাজউক ও বিসিআইসি-এর শীর্ষ পদে ইতোপূর্বে প্রকৌশলী থাকলেও বর্তমানে অপ্রকৌশলী'কে পদায়ন করা হয়েছে। তাই প্রকৌশল সংস্থা/কোম্পানীসমূহে সার্বিক গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থা, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন কোম্পানীসমূহ, পেট্রোবাংলা ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের আওতাধীন কোম্পানীসমূহ এবং মেট্রোরেল সহ অন্যান্য প্রকৌশল নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ সহ সর্বোপরি শীর্ষপদগুলোতে অপ্রকৌশলী ব্যক্তিদের স্থলে প্রকৌশলীদের পদায়ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাবী জানানো হয়েছে।

- **<u>পদোন্নতি/পদায়ন নিশ্চিত করা</u> ঃ**

  দেশের অধিকাংশ প্রকৌশল সংস্থায় পদ শূন্য থাকা এবং পদোন্নতির সকল শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও প্রকৌশলীদের যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদান না করে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব, অতিরিক্ত দায়িত্ব, চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অথচ একটি বিশেষ ক্যাডারে অনুমোদিত পদের অধিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রকৌশলীগণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এবং সংস্থাগুলোর কর্মক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৌশল সংস্থাসমূহে কর্মরত প্রকৌশলীদের ফিডার পদে চাকুরীর শর্ত পূর্ণ হওয়া মাত্রই পরবর্তী ধাপের পদোন্নতি ও গ্রেড প্রদান নিশ্চিত করা হলে প্রকৌশলীগণ একদিকে যেমন ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হবেন অন্যদিকে তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে, দেশের উন্নয়ন তরান্বিত হবে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কারিগরী জনবল সেভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। প্রকৌশল সংস্থাসমূহের অর্গানোগ্রাম যুগোপযোগী ও কারিগরী জনবল বৃদ্ধি করা হলে এই সমস্যার সমাধান হবে।

- **<u>নিয়ম বহির্ভূত আত্মীকরণ বন্ধ করা</u> ঃ**

  বিভিন্ন সংস্থায় সরাসরি নিয়োগ কিংবা পদোন্নতির জন্য বিধি-বিধান, কোটা পদ্ধতি সম্বলিত নিয়োগবিধি রয়েছে। নিয়োগবিধি বহির্ভূতভাবে কোথাও কোথাও নিয়োগ কিংবা পদোন্নতি কিংবা আত্মীকরণের প্রবণতা প্রকারান্তরে প্রকৌশল পেশার গুনগতমানের সার্বিক ভারসাম্যতা নষ্ট করছে।

- ২০১৪ সালে ৭টি প্রকৌশল সংস্থা প্রধানকে গ্রেড-১ প্রদান করা হয়েছে। সেজন্য প্রকৌশলী সমাজের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। একইসাথে অন্যান্য প্রকৌশল কর্মকান্ড নির্ভর সংস্থার শীর্ষ পদে প্রকৌশলীদের পদায়ন ও গ্রেড-১ প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংস্থা প্রধানের পদটি গ্রেড-১ এ উন্নীত করার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণকল্পে সংস্থাগুলোর বিদ্যমান অন্যান্য পদের সোপানসমূহ যেমন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/সমমর্যাদার পদ গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-২ এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/সমমর্যাদার পদ গ্রেড-৪ থেকে গ্রেড-৩ এ উন্নীত হওয়ার কথা। দীর্ঘ নয় বছর যাবৎ প্রকৌশল সংস্থাসমূহ ও আইইবি এ বিষয়ে জোর দাবী জানিয়ে আসছে। উক্ত দাবী বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকৌশল সংস্থাসমূহ (যেমন: গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর) মহামান্য হাইকোর্টের শরনাপন্ন হয়। সর্বোচ্চ আদালতের রায় থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/সমমর্যাদার পদ গ্রেড-২ তে ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/সমমর্যাদার পদ গ্রেড-৩ তে উন্নীত করার বিষয়টি বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অদ্যাবধি গ্রহণ করেনি। তাই প্রকৌশল সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/সমমর্যাদার পদ গ্রড-২ এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/সমমর্যাদার পদ গ্রেড-৩ এ উন্নীত করার বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের রায় আশু বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুশাসন কামনা করছি।

- **<u>ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স সংক্রান্ত ঃ</u>**

  ২০২০ সালে অনুমোদিত "ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স" এ গ্রেড-১ পদ মর্যাদার সংস্থা প্রধানদের অবস্থান অতিরিক্ত সচিব (গ্রড-২) দের নীচে রাখা হয়েছে। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সংস্থা প্রধানগণ বিব্রতবোধ ও অমর্যাদার শিকার হচ্ছেন। এছাড়াও প্রকৌশল সংস্থার অন্যান্য পদগুলোকে "ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স"-এ স্থান দেয়া হয়নি। "ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স"-এ সংস্থা প্রধান (গ্রেড-১) দের অবস্থান মর্যাদাকর স্থানে স্থলাভিষিক্ত এবং অন্যান্য পদগুলো যথাযথ স্থানে অন্তর্ভূক্ত করে "ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স" সংশোধন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

- **পলিটেকনিক শিক্ষকদের বর্তমান চাকুরী কাঠামো পরিবর্তন ঃ**

পলিটেকনিক শিক্ষকদের প্রধান দাবী বর্তমান চাকুরী কাঠামো জুনিয়র ইনস্ট্রাকটর-ইনস্ট্রাকটর-চীফ ইনস্ট্রাকটর- উপাধ্যক্ষ-অধ্যক্ষ পরিবর্তন করে প্রভাষক-অধ্যাপক চাকুরী কাঠামো বাস্তবায়ন করা। আইইবি'র ৫২ এবং ৫৫তম কনভেনশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পলিটেকনিক শিক্ষকদের চাকুরী কাঠামো পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিলেও ফাইলটি আজও আলোর মুখ দেখেনি। এইবিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের জোর দাবী জানানো হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ পরিচালকের সকল পদগুলো অন্য ক্যাডার কর্মকর্তাগণ দখল করে নিয়েছে। তাঁদেরকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিয়োগ বিধি মোতাবেক কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দ্বারা উক্ত পদগুলো পূরণের দাবি জানানো হয়েছে।

- **বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থাসমূহকে বিসিএস ক্যাডারভূক্তকরণ ঃ**

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে জেনারেল ক্যাডারে ছাত্রদের ইচ্ছা ও আকাঙ্খার প্রতিফলন থাকলেও প্রফেশনাল ক্যাডারের বিশেষত প্রকৌশলীদের আশা আকাঙ্খার ১০% অংশের প্রতিফলনের সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ ৯০% প্রকৌশলীদের সিভিল সার্ভিসে সে সুযোগ থাকছে না। পিডব্লিউডি, রোডস এন্ড হাইওয়ে, টেলিকমিউনিকেশন, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়রিং, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়রিং ইত্যাদিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের (কিয়দংশ মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যালসহ) ক্যাডার থাকলেও বিষয়ভিত্তিক কেন্দ্রীয়ভাবে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল, পাওয়ার, ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং,হেভী ইন্ডাষ্ট্রীজ, নেভাল আর্কিটেকচার, মেটালর্জিক্যাল, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদির জন্য কোনো ক্যাডার নেই। এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ, বিসিআইসিসহ বড় বড় ও ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রকৌশল কর্মকান্ড সম্পৃক্ত বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা এই ফাংশনাল সার্ভিস ক্যাডার সার্ভিসের বাহিরে। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে কেন্দ্রীয় ভাবে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রকৌশলীদের ক্যাডার রয়েছে। এ আলোকে বিষয়টির সুরাহা প্রয়োজন। **দেশের সর্বোচ্চ মেধার অধিকারী প্রকৌশলীগণ ক্যাডার সার্ভিস, সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত যে কোনো সংস্থাই কর্মরত থাকুক না কেন, প্রকৌশলীগণের যে কোনো কর্মক্ষেত্রে প্রকৌশল পেশার শীর্ষপদ কোনো অবস্থাতেই দেশের অপরাপর পেশা/ক্যাডার সার্ভিসের শীর্ষপদের চেয়ে মর্যাদায় ও গুরুত্বে খাটো নয়। তাই নিয়োগকর্তা নির্বিশেষে প্রকৌশলীদের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে পেশার শীর্ষপদ থেকে শুরু করে এন্ট্রি পদ প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য ক্যাডারের শীর্ষপদসহ অনুরুপ অপরাপর পদের মর্যাদা ও গুরুত্বের সমতুল্য এবং সে অনুযায়ী সমতার ভিত্তিতে প্রকৌশলীদের বেতন ভাতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।**

ক. সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রকৌশলীদে মেধা ও শ্রমকে আরো কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে বর্তমান ক্যাডার সার্ভিসের বাহিরে থাকা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, স্ব-শাসিত ও রাষ্ট্রয়াত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মরত সকল প্রকৌশলীদের সার্ভিসকে **বিসিএস (ইঞ্জিনিয়ারিং)** নামে নতুন ক্যাডার সৃষ্টি করে উক্ত ক্যাডারে আত্মীকরণ করা প্রয়োজন (বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরী সরকারিকরণের ন্যায়)। উক্ত প্রকৌশল ক্যাডারে একাধিক সংস্থা মিলে কাজের ধরণ অনুযায়ী ক্যাডারগুচ্ছ তৈরি করা যেতে পারে।

একাধিক সংস্থা মিলে কাজের ধরণ অনুযায়ী ক্যাডারগুচ্ছ যেমনঃ

- **শিল্প প্রকৌশল ক্যাডার (বিসিআইসি, বিটিএমসি ইত্যাদি)**
- **পূর্ত প্রকৌশল ক্যাডার (পিডাব্লিউডি, রাজউক, হাউজিং ইত্যাদি)**
- **পানি সম্পদ প্রকৌশল ক্যাডার (বাপাউবো, জেআরসি, নদী গবেষণা, ওয়ারপো ইত্যাদি)**
- **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ক্যাডার (এলজিইডি, সিটি করপোরেশন ইত্যাদি)**
- **বিদ্যুৎ প্রকৌশল ক্যাডার (বাবিউবি, আরইবি ইত্যাদি)**
- **যোগাযোগ প্রকৌশল ক্যাডার (সড়ক ও জনপথ, সেতুকর্তৃপক্ষ)**
- **আইসিটি ক্যাডার**
- **টেক্সটাইল ক্যাডার ইত্যাদি।**

খ. প্রকৌশল বিষয়ক যোগ্যতার যথাযথ যাচাই-বাছাই করে প্রকৌশল ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় **প্রকৌশল ক্যাডার সার্ভিস বিভাগ** খোলা যেতে পারে যেখানে বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসের ন্যায় নবসৃষ্ট প্রকৌশল ক্যাডার সার্ভিস প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে। উক্ত বাছাইয়ে প্রকৌশল বিষয়ক জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ. প্রকৌশল ক্যাডার সার্ভিসে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে **প্রকৌশল প্রশাসন বিভাগ** সৃষ্টি করা যেতে পারে। প্রকৌশল সংক্রান্ত প্রশাসনের জন্য প্রকৌশলীরা দায়িত্বে থাকা বাঞ্চনীয়। কারণ কোনো প্রকৌশলীকে যোগ্যতা অনুযায়ী কোন পদে পদায়ন করলে দেশ ও জনগণ উপকৃত হবে তা একজন প্রকৌশলীই ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

ঘ. স্ব স্ব সংস্থা হতে **সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে** প্রকৌশলীদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং উইং সৃষ্টি করা। (অন্যান্য ক্যাডার হতে ২৫% সরকারে উপ-সচিব পদের অতিরিক্ত) যেমনঃ

অতিরিক্ত সচিব (প্রকৌশল)
যুগ্ম-সচিব (প্রকৌশল)
উপ-সচিব (প্রকৌশল)
সিনিয়র সহকারী (প্রকৌশল)
মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে Staff Office (প্রকৌশল) হিসেবে, উপ-সচিব (প্রকৌশল) এবং
সচিব মহোদয়ের দপ্তরে সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রকৌশল) হিসেবে পদ থাকবে।

ঙ. দেশের প্রায় সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রকৌশলীগণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। প্রকল্পের সার্ভে, প্ল্যানিং, ডিজাইন, মাঠ পর্যায়ে কাজের বাস্তবায়ন, পরিদর্শনসহ সকল কাজের সাথে প্রকৌশলীগণ সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে দেশের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে। তাদের জন্য ফুল টাইম গাড়ী (Inspection Vehicle) ব্যবহারের জরুরী প্রয়োজন হয় বিধায় প্রশাসন ক্যাডারের ন্যায় সরকারী ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গাড়ী ক্রয় এবং মাসিক পরিচালন ব্যয়ের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য জোর দাবী জানানো হয়েছে।

- **<u>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রকৌশল উইং সৃষ্টি করা ঃ</u>**

প্রকৌশলীগণ দেশের উন্নয়নের চালিকা শক্তি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য প্রকৌশলীগণ রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী বা পলিসি মেকিং কাজে সংশ্লিষ্ট হতে পারছে না। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রকৌশলীদের পদচারণা করার তেমন কোন সুযোগ নেই। এজন্য দেশ গড়ার কারিগর প্রকৌশলীদের মনে এক প্রকার হতাশা বিরাজমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কয়েকটি উইং রয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান কর্মকান্ড মনিটরিং করা হয়ে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রকৌশল উইং গঠন করে তাতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের নিয়োগ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকান্ড মনিটরিং ও সমন্বয় করার ব্যবস্থা করা হলে প্রকল্পগুলো সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহজে ও যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যথাযথ মানে ও যথাসময়ে বাস্তবায়িত হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "স্মার্ট বাংলাদেশ" বিনির্মাণ, "ভিশন-২০৪১" ও "ডেল্টা প্ল্যান-২১০০" বাস্তবায়ন সহজতর হবে। প্রস্তাবিত ক্লাস্টার-এর আলোকে কৃত্য বা পেশাভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হলে, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র হবে উন্নয়ন ও গণমুখী।

- **<u>স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে ক্যাডারভূক্তকরণ</u>**

"আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়ন সহ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। কিন্তু এলজিইডি এখন পর্যন্ত ক্যাডারভূক্ত না হওয়ায় মেধাবী নবীন প্রকৌশলীগণ এলজিইডি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই প্রকৌশল অধিদপ্তরটি লোকবল ও উন্নয়ন বাজেটের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। তাই দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো ও সম্পদের উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে এই সংস্থার প্রকৌলশীদের দীর্ঘদিনের দাবী ও প্রত্যাশা হ'ল এলজিইডি'কে ক্যাডারভূক্তকরণ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে ক্যাডারভূক্ত করা হলে সরকারের একটি টাকাও অতিরিক্ত ব্যয় হবে না।

- **<u>বিভিন্ন প্রকল্পে প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) নিয়োগ প্রসঙ্গে।</u>**

গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন বড়-বড় প্রকৌশল ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রকল্পে কারিগরী জ্ঞানহীন একটি বিশেষ ক্যাডারের চাকুরীরত বা অবসর প্রাপ্ত সদস্যদের পিডি হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। যার কারণে প্রকল্পের গতি ব্যাহত হচ্ছে। কারিগরী জ্ঞানহীন বক্তিদের পিডি হিসেবে নিয়োগ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে পিডি হিসেবে নিয়োগ করা জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য। তাই এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

- **<u>বিভিন্ন ক্যাডারে পদোন্নতির জন্য পদ সৃজন</u>**

২০১৫ সালে টাইম স্কেল বাদ দেওয়ার ফলে বিশেষ করে প্রকৌশল ক্যাডারের সদস্যগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কারণ পূর্বে পদোন্নতি না থাকলেও টাইম স্কেল প্রাপ্তিতে প্রকৌশল ক্যাডারের সদস্যগণ আর্থিক সুবিধা পেতেন। পদের অতিরিক্ত পদোন্নতির ফলে প্রশাসনে একটি বিশৃঙ্খলা অবস্থা বিরাজ করছে। একটিমাত্র ক্যাডারের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটছে এবং জনপ্রশাসনে অসন্তোষের

কারণ হয়েছে। অন্য কোন ক্যাডারে পদের অতিরিক্ত পদোন্নতি কল্পনা ও করা যায় না। একই বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অধিক মেধা সম্পন্নরা অন্য ক্যাডার নির্বাচন করায় এই ধরণের সুযোগ না পেয়ে চাকুরীক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ছে। পদ ছাড়া পদোন্নতির ফলে পদ না থাকাতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বোর্ড, করপোরেশনে ঢালাওভাবে উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব ও অতিরিক্ত সচিব গণকে পদায়ন করছে। আর ঐ সব দপ্তরের কর্মকর্তা যাদের সামান্য পদোন্নতির সুযোগ ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য সংস্থায় পদ ছাড়া পদোন্নতির ব্যবস্থা না করলে অবিলম্বে একটি বিশেষ ক্যাডারের অস্বাভাবিক হারে পদোন্নতি বন্ধ করা প্রয়োজন। এই বিষয়টির সুরাহা হওয়া দরকার।

২০১৬ সালে প্রথম দিকে বিভিন্ন ক্যাডারের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টির জন্য তৎকালীন মূখ্য সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ৩ মাসের মধ্যে এই সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস প্রদান করেন। পরিতাপের বিষয় দীর্ঘ ৭ বৎসর অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি বিষয়টির কোন সুরাহা হয়নি।

BCIC, BSFC, BSIC, RRI, BSEC, Petrobangla, BPC এ সকল সংস্থা প্রধানদের সচিব পদমর্যাদায় Grade-1 প্রদান করা এবং ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সভূক্ত করা প্রসঙ্গে ঃ

PWD, RHD, Railway, PHE, LGED, RAJUK REB এ সকল সংস্থা প্রত্যক্ষভাবে গবেষণামূলক, জনসেবামূলক কাজ করে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁরা বাস্তবায়ন করেন। সামাজিক মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখিত সংস্থা প্রধানদের সচিব পদমর্যদায় Grade-1 প্রদান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, অবশিষ্ট BCIC, BSFC, BSIC, RRI, BSEC, Petrobangla, BPC সহ অন্যান্য প্রকৌশল নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানকে প্রকৌশলী হিসেবে প্রদায়ন ও Grade-1 প্রদান এবং ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্টভুক্ত করার বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

- **প্রকৌশল পদে অপ্রকৌশলী পদায়ন প্রত্যাহার করা ঃ**

দূর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো যে, বিভিন্ন সংস্থায় প্রকৌশল পদগুলিতে অপ্রকৌশলী পদায়ন করা হচ্ছে। ফলে প্রকৌশলীরা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং পদায়িত ব্যক্তির প্রকৌশল ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় যে ক্ষতি হচ্ছে, সময়ের মানদন্ডে সে ক্ষতি পূরণীয় নয়। অবিলম্বে পদায়িত সকল অপ্রকৌশলী ব্যক্তিদের স্থলে মেধা সম্পন্ন প্রকৌশলী নিয়োজিত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানানো যাচ্ছে।

- **পূর্বতন বিসিএস (টেলিকম) ক্যাডারকে টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি ক্যাডারে রূপান্তর :**

টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি সম্পূর্ণ মেধা এবং সৃজনশীলতা নির্ভর সেবা সেক্টর। মেধাবী প্রকৌশলীরা এ সেক্টরে আসলে এরাই দেশ বদলে দেবে । কিন্তু এ ক্যাডারে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ বন্ধ থাকায় মেধাবী প্রকৌশলীরা এ সেক্টরে আসার সুযোগ পাচ্ছে না। তাই, পূর্বতন বিসিএস (টেলিকম) ক্যাডারকে টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি ক্যাডারে রূপান্তরের জন্য জোরালোভাবে অনুরোধ করছি। এতে সরকারের টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতে ভবিষ্যতে আরো বেশি গতি আসবে বলে আশা করা যায়।

- **টেক্সটাইল ক্যাডার ঃ**

দেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগই আসে টেক্সটাইল সেক্টর থেকে। দেশে সরকারি ও বেসরকারি ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পড়ানো হয়। তাই বিসিএস টেক্সটাইল ক্যাডার সার্ভিস চালু করা আজ সময়ের দাবি।

- **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পদোন্নতি :**

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীরা নির্বাচনী ইশতেহার 'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। এ সংস্থায় নির্বাহী প্রকৌশলী থেকে তদোর্ধ্ব বেশ কিছু সংখ্য পদ শূন্য আছে, অথচ পদোন্নতি হচ্ছেনা। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

- **সিনিয়র সচিব ও সচিব পদে প্রকৌশলী নিয়োগ/পদায়ন ঃ**

বর্তমান সরকারের আমলে প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত কোনো মন্ত্রণালয়েই প্রকৌশলী সিনিয়র সচিব এবং সচিব নেই। তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলিতে প্রকৌশলী সিনিয়র সচিব ও সচিব পদায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথ প্রশস্ত করার দাবী জানানো হচ্ছে।

- **প্রকৌশলীদের জাতীয় পদক প্রদান ঃ**

দেশের বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞসহ বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান স্বরূপ রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে **জাতীয় পদক** প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রকৌশল পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কখনো পদক প্রদান করা হয়

না। আইইবি'র প্রতিটি কনভেনশনে এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর দাবী জানানো হয়। ২০১৭ সালে প্রকৌশল পেশায় বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকৌশল সমাজের আইকন, আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যার'কে আপনার হাত দিয়ে একুশে পদক প্রদান করা হয়। একজন যোগ্য প্রকৌশলীকে একুশে পদক প্রদান করায় আইইবি'র পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। ভবিষ্যতেও যাতে কৃতি ও গুণী প্রকৌশলীদের মধ্য থেকে প্রতিবছর একুশে পদক/জাতীয় পদক প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয় সে বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

- **বেসরকারি প্রকৌশলীদের জন্য চাকুরী বিধি প্রণয়ন ঃ**

  সরকারি খাতে নিয়োগ সীমিত থাকায় দেশের ৭০ শতাংশের অধিক প্রকৌশলী বেসরকারি খাতে নিয়োজিত। বেসরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের খুবই অসম্মানজনক বেতন দেওয়া হয়। বিনা নোটিশে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া সহ সরকারি চাকুরির ন্যায় কোন সুযোগ-সুবিধা নাই বললেই চলে। অথচ সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারি প্রকৌশলীগণ মাঠ পর্যায়ে নিরলসভাবে তাদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের প্রকৌশলীগণ সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। এর সমাধানে বেসরকারি প্রকৌশলীদের চাকুরি বিধিমালা প্রণয়ন করা খুবই জরুরী। বেসরকারি খাতসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে একটি চাকুরীবিধি প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবী। বেসরকারি খাতে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালা মানতে বাধ্য থাকবে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন-এর পক্ষ থেকে একটি খসড়া বিধিমালা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে। এর বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাচ্ছি।

- **কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের জন্য প্রকৌশলী কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদন ঃ**

  দেশের মেধাবী, আত্মপ্রত্যয়ী, দেশপ্রেমিক নবীন প্রজন্মের প্রকৌশলীরা উদ্যোক্তা হতে চায়। তারা ক্ষুদ্র, মাঝারি ও উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প স্থাপনে প্রত্যাশী। তাদের মেধা, সৃজনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের প্রযুক্তি স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়ক হবে। এতে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিদেশ নির্ভরশীলতা শুধু কমবেনা, বরং আমদানী প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অধিক হারে উচ্চ শিক্ষিত প্রকৌশলীরা যদি উদ্যোক্তা হয়, তাহলে দেশে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের বিরাট ভিত্তি রচনা হবে। তাতে দেশের দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তির কর্মনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকৌশলীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নমনীয় পদ্ধতি ও নীতি প্রবর্তনের অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়া **'যুব কর্মসংস্থান ব্যাংকের'** আদলে **'প্রকৌশলী কর্মসংস্থান ব্যাংক'** প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অনুমোদন প্রদানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় বিবেচনার জন্য সবিনয়ে পেশ করা হচ্ছে।

- **ইঞ্জিনিয়ারিং কাউন্সিল আইন প্রণয়নঃ**

  দেশে প্রকৌশল এবং কারিগরী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য বার কাউন্সিল আইন, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের ন্যায় পৃথক কোন আইন প্রণয়ন করা হয় নাই বিধায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন স্ব-উদ্যোগে দু'টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তাই দেশের প্রকৌশল ও কারিগরী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে **"ইঞ্জিনিয়ারিং কাউন্সিল আইন"** প্রণয়ন করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।

- **জনপ্রশাসন ও তার দুর্বলতা ঃ**

  বিশ্ব অর্থনীতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক চীন তার অর্থনৈতিক কৌশল পাল্টে আজ বিশ্ব অর্থনীতির পরাশক্তি। এগিয়ে যাচ্ছে ভিয়েতনাম, শ্রীলংকার মেতা উন্নয়নশীল দেশ। কিন্তু আমরা একই গতিতে এগুতে পারছি না। উপনিবেশিক কাঠামোয় ও মানসিকতায় গঠিত আমাদের আমলাতন্ত্র উন্নয়নের এই গতির সাথে তাল মিলাতে পারছে না। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতায় বিদেশী বিনিয়োগ পিছিয়ে যাচ্ছে। রূপকল্প-২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন করতে হলে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি প্রশাসনকেও আধুনিক যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। সরকার পরিচালনার মৌলিক পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন ঘটিয়ে মন্ত্রণালয়গুলোকে গতিশীল, জবাবদিহিমূলক এবং জনবান্ধব হিসেবে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। উপনিবেশিক ধ্যানধারণায় প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে একবিংশ শতাব্দির উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে মন্ত্রণালয়ের কর্মপদ্ধতি ঢেলে সাজাতে হবে, জনপ্রশাসনের ব্যাপক সংস্কার করে পেশাদার আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার তার মন্ত্রণালয়সমূহের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা করে থাকে। নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন মন্ত্রণালয়ের মূল কাজ কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদের মন্ত্রণালয়গুলো কেবলমাত্র বদলি, পদোন্নতি, নিয়োগ, উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে যা আদৌ কাম্য নয়। বিশ্বায়নের এই যুগে উন্নত দেশের সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নয়, Facilitator-এর ভূমিকা পালন করে। পেশাদার আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আমাদের মন্ত্রণালয়গুলো কৃত্য ও পেশার ভিত্তিতে গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা করলে মন্ত্রণালয়ের গতিশীলতা ও সুশাসন নিশ্চিত হবে। বিগতদিনে জনপ্রশাসন সংস্কারের যেসকল সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে,

সকল সমীক্ষায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দুর্বল দিকগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল প্রশাসনকে পেশাদারিত্বের আলোকে ঢেলে সাজানো।

৫.০ **বাংলাদেশ প্রকৌশলী বহুমুখী সমবায় সমিতি ঃ**

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের ব্যয় নির্বাহে দাউদকান্দিস্থ মূল ক্যাম্পাসে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন এলাকায় একটি সিএনজি স্টেশন এবং রেস্টুরেন্ট নির্মাণের বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশলী বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ প্রকৌশলী বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি সাধারণ সদস্যদের মতামত গ্রহণ করে সকলের সম্মতিতে এর খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। আইইবি'র প্রেসিডেন্টকে সভাপতি এবং সম্মানী সাধারণ সম্পাদককে সমিতির সাধারণ সম্পাদক করে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিকট সমিতি নিবন্ধনের লক্ষ্যে আবেদন জমা দিলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিষয়ে ৮৪জন সদস্যের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমান ১,৭২,৫০০/- (এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা। রেজিস্ট্রেশনসহ আনুষঙ্গিক কাজে ৫,০০০/- পাঁচ হাজার) টাকা ব্যয় হওয়ায় বর্তমান স্থিতির পরিমান ১,৬৭,৫০০/- (এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশত) টাকা।

৬.০ **প্রকৌশলী/প্রকৌশলী পরিবারকে সহায়তা ঃ**

আইইবি কর্তৃক গঠিত "প্রকৌশলী কল্যাণ ও বেনভোলেন্ট তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বোর্ড" আইইবি'র প্রকৌশলীদের চিকিৎসা/প্রকৌশলী পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে। সদস্যদের নিকট হতে আদায়কৃত চাঁদার অর্থসহ অন্যান্য আয় (সরকারি বরাদ্দ ছাড়া) ১০% হারে উক্ত তহবিলে জমা করার বিধান করা হয়েছে। এই খাতের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে। উক্ত একাউন্টে কেন্দ্রসহ ১০/০৪/২০২৩ পর্যন্ত স্থিতির পরিমাণ ১৩,৩৫,৮২৯.০০ (তের লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশত ঊনত্রিশ) টাকা মাত্র। এই খাতে চলতি অর্থ বছরে ১,৩৫,০০,০০০.০০ (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতি অর্থ সুদ সমেত মোট ১,৬৩,৪৭,২৩১.০০ (এক কোটি তেষট্টি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত একত্রিশ) টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা আছে।

৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার পর বোর্ডের মোট ৩টি (৯৫, ৯৬ ও ৯৭তম) সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। উল্লেখিত সভা সমূহে উপস্থিতি শতকরা ৬২.৪২% ভাগ। বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার পর থেকে প্রকৌশলী কল্যাণ ও বেনেভোলেন্ট তহবিল থেকে ৩৩ জন প্রকৌশলী এবং ১৪০ জন প্রকৌশলী পরিবারের অধ্যায়নরত সন্তানদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর মধ্যে ৩৩ জন প্রকৌশলীকে 'চিকিৎসা সাহায্য' বাবদ এককালীন সর্বমোট ৩৩,০৫,০০০/- (তেত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা এবং প্রকৌশলী পরিববারের ২১৮ জন অধ্যয়নরত সন্তানদের শিক্ষার জন্য 'শিক্ষা ভাতা' বাবদ ১,৮২,৭১,০০০/- (এক কোটি বিরাশি লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকা এবং আইইবি'র মরহুম কর্মকর্তা/কর্মচারীর ০৪ জন সন্তানদের 'শিক্ষা ভাতা' বাবদ ১,৭৪,০০০/ (এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা সহ সর্বমোট ১,৮৪,৪৫,০০০/- (এক কোটি চুরাশি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা প্রদানের অনুমোদন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ১লা জুলাই ২০১৭ থেকে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল মরহুম প্রকৌশলী সন্তানদের 'শিক্ষা অনুদান' মাসিক ৪,০০০/- টাকা হতে বর্ধিত করে ৫,০০০/- টাকা হারে প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে অদ্যাবদি চিকিৎসা সাহায্য ও শিক্ষা ভাতা বাবদ প্রদানের ছক নিম্নরূপঃ

সংখ্যা	খাত	টাকার পরিমাণ
৩৩ জন প্রকৌশলী	চিকিৎসা সাহায্য	৩৩,০৫,০০০/-
১৪০ জন মরহুম প্রকৌশলীর ২১৮ জন সন্তান	শিক্ষা ভাতা	১,৮২,৭১,০০০/-
আইইবি'র মরহুম কর্মকর্তা/কর্মচারীর ৪ জন সন্তান	শিক্ষা ভাতা	১,৭৪,০০০/-
	সর্বমোট টাকা	**২,১৭,৫০,০০০/-**

বর্তমান কাউন্সিলের এক বছর মেয়াদসহ অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, আইইবি প্রকৌশলী কল্যাণ তহবিল অপর্যাপ্ত। এ তহবিল সকলের প্রচেষ্টায় ধাপে ধাপে উন্নীত করার প্রক্রিয়া চলছে। এ ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য এবং অনুদান পেতে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর আইইবি'র সাথে সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনায় আনার জন্য আইইবি'র এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চলছে।

৭.০ **সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (এস এন্ড ডব্লিউ'র) সাংগঠনিক অবস্থা ঃ**

বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, প্রকৌশলী তথা পেশাজীবীদের বেতন, পদমর্যাদা ও চাকুরী কাঠামোগত সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হলে বিভিন্ন প্রকৌশলী সমিতি ও এস এন্ড ডব্লিউকে আরো শক্তিশালী সংগঠনরূপে গড়ে তুলতে হবে এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন প্রকৌশলী সমিতির সমন্বয়ে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি গঠিত। কাজেই প্রকৌশলী সমিতিগুলোর সাংগঠনিক শক্তির উপর এ কমিটির ভবিষ্যত কর্মকান্ড নির্ভরশীল। কিন্তু এটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, প্রত্যেকটি প্রকৌশল বিভাগ/সংস্থায় প্রকৌশলী সমিতিসমূহ সমভাবে সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত নয়। বিভিন্ন সংস্থার প্রকৌশলীদের সমস্যা নিয়ে প্রকৌশলী সমিতিসমূহ যেভাবে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, সকল ক্ষেত্রে প্রকৌশলী সমিতিসমূহে সেভাবে সক্রিয় তেমনটা পরিলক্ষিত হয়না। এমনকি অনেক বিভাগ/সংস্থার অনেক গুরুতর সমস্যা এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি কে সবসময় অবহিত করা হয়না। এস এন্ড ডব্লিউ কমিটিকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমস্যাবলী নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তা প্রত্যেক সমিতির প্রতিনিধিগণ তাঁদের নিজ নিজ সমিতি, বিভাগ ও সংস্থায় আলোচনার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব মতামত ও মনোভাব এস এন্ড ডব্লিউসি'র সামনে তুলে ধরবেন - এটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে যে, এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থার প্রকৌশলীরা অনেক সময় অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করে থাকেন - যা একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো জোড়ালো আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানে নবীন ও প্রবীণ প্রকৌশলীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান অত্যন্ত দুর্বল। প্রবীণ বা উর্ধ্বতন পর্যায়ে কর্মরত প্রকৌশলীরা অনেক সময় নানারকম চাপের মুখে নিজস্ব সংগঠন ও প্রকৌশলীদের ন্যায় সংগত স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারেন না এবং কোনো কোনো সময় অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজ নিজ সংস্থা/দপ্তরের প্রকৌশলীদের স্বার্থের পরিপন্থি কাজও করে থাকেন। উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকৌশলী সমিতির সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে। আগামীতে বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থা প্রধানদের সাথেও মতবিনিময় করা হবে। এ ব্যাপারে আমরা সকল প্রকৌশলী সমিতিগুলোর সহযোগিতা কামনা করি।

প্রিয় প্রকৌশলীবৃন্দ,

৮.০ আজ থেকে ৪৫ বছর পূর্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রকৌশলী কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম শুরু হয়। যার পরিণত রূপ হ'ল বর্তমানের এস এন্ড ডব্লিউ কমিটি।

৮.১ সরকার বিভিন্ন পেশাজীবীদের - বিশেষ করে ব্যক্তিমালিকানাতে কর্মরত সাংবাদিকদের ন্যূনতম বেতন নিশ্চিত করার জন্য ওয়েজ বোর্ড প্রথা চালু করেছে। এ সকল ওয়েজ বোর্ড স্ব স্ব ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতনও নির্ধারণ করেছে। যে সকল প্রকৌশলী ব্যক্তিখাতে - বিশেষ করে পরামর্শক, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানায় চাকুরী করছেন - তাদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ বা চাকুরী বিধির কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে লক্ষ্য করা যায়, ব্যক্তিখাতে কর্মরত প্রকৌশলীরা পেশাগত জীবনের সূচনালগ্নে বেতন ও চাকুরীর নিরাপত্তা ক্ষেত্রে দারুণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হ'ন। তাই আমরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পরামর্শক, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানায় চাকুরীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম চাকুরী বিধি প্রচলনের দাবী জানচ্ছি।

৮.২ এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার উদ্যোগে গত কয়েক বছরে প্রকৌশলী সমিতির কিছু কিছু বিষয়ে সাংগঠনিক দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে, যা ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে। নিম্নে সে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হলো ঃ

৮.৩ প্রত্যেক প্রকৌশল বিভাগ/সংস্থায় প্রকৌশলী সমিতিগুলো সমভাবে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত নয়। অনেক বিভাগ/সংস্থার সমস্যাবলী সময়মত কিংবা আদৌ এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির গোচরে আনা হয়না। অনেক সংস্থায় চেষ্টা করেও সমিতিকে কাঠামোগত রূপ দেয়া যায়নি।

৮.৪ বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থার উর্ধ্বতন পদে কর্মরত প্রকৌশলীগণ নানা রকম চাপের মুখে নিজস্ব সংগঠন ও প্রকৌশলীদের ন্যায়সংগত স্বার্থ সংরক্ষণে উদারভাবে এগিয়ে আসতে পারেন না এবং কোনো কোনো সময় অনেকে প্রকৌশলীদের স্বার্থ বিরোধী কাজেও যুক্ত হয়ে পড়েন। যার ফলে বিভিন্ন প্রকৌশল বিভাগ/সংস্থার অনেক অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের সম্ভবনা থাকলেও তা হয়ে উঠেনা।

৮.৫ উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির কার্যক্রম জোরদার ও বেগবান করার লক্ষ্যে প্রকৌশলী সমিতিগুলো সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হওয়া অপরিহার্য।

৯.০ উপসংহার ঃ

সমবেত সুধী প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা,

এতক্ষণ ধৈর্য্য সহকারে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির ২০২২ সালের কার্যক্রমের প্রতিবেদন শোনার জন্য এস এন্ড ডব্লিউ নির্বাহী কমিটি, এস এন্ড ডব্লিউ পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনারা যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা নিয়ে আমাদেরকে এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, আপনাদের সে প্রত্যাশা পূরণে কমিটি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। আগামী দিনে প্রকৌশল পেশা ও প্রকৌশলীদের সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্যে সামষ্টিকভাবে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ,

জয় বাংলা,

এস এন্ড ডব্লিউ কমিটির পক্ষে

প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.
সদস্য-সচিব
এস এন্ড ডব্লিউ পর্ণাঙ্গ কমিটি; ও
এস এন্ড ডব্লিউ নির্বাহী কমিটি, আইইবি।